মুকুটের খোজে তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দিন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী
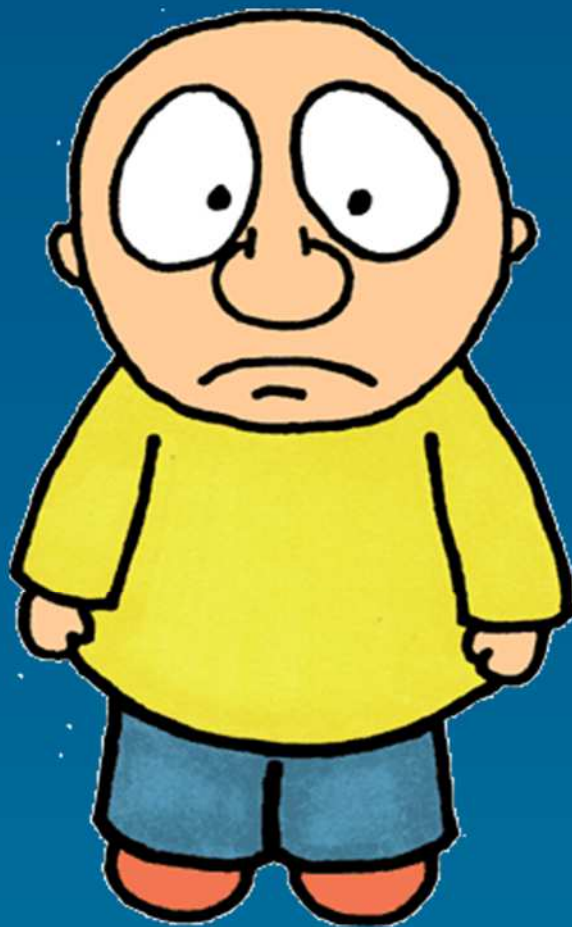
মুকুটের খোঁজে তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

'খাইছে! একসঙ্গে ন-য়-টা!' অবাক হলো মুসা। এইমাত্র লেটারবক্স থেকে খামগুলো বের করে নিয়ে নিজেদের রুমে এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। 'খামগুলো একই রকম, তবে হাতের লেখা আলাদা।

তিনটে কিশোরের, তিনটে রবিনের আর তিনটে আমার।'

'নিমন্ত্রণপত্র নাকি?' সাগ্রহে বলল কিশোর। জবাবের অপেক্ষা না করে বন্ধুর হাত থেকে নিজেরগুলো নিয়ে একটা ছিঁড়তে শুরু করল। 'হ্যাঁ, নিমন্ত্রণই। কার্ডের সঙ্গে চিঠিও আছে দেখছি।'

এক নিঃশ্বাসে ওটা পড়ে ফেলল কিশোর। তারপর চোখ কপালে তুলে বলল, 'সর্বনাশ! নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাকে বিচারক করা হয়েছে!'

'অ্যাঁ?' অবিশ্বাসে চোয়াল ঝুলে গেল রবিনের। 'সত্যি?'

'পৃথিবীর নানা দেশের শিশু কিশোরদের নিয়ে প্রতি বছরের মত এবারও নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে,' চিঠিতে চোখ রেখে বলল কিশোর। 'সেখানে এশিয়ার অনেক প্রতিযোগীও থাকবে।'

এবার রবিন ওর একটা খাম খুলতে শুরু করল। একই জিনিস পেয়েছে ও।

দাঁত বের করে হাসল রবিন। 'আমাকেও বসতে হবে তোমার পাশের চেয়ারে।'

'ইয়াল্লা!' মুসা ওর চিঠি পড়ায় মন দিল। 'আমাকেও বাদ রাখেনি দেখছি!'

'কেউ আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে মনে হয়!' কিশোরের কণ্ঠে ঘোর সন্দেহ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ, মেরিচাচীর দূরসম্পর্কের বোন। কিশোরকে ভীষণ স্নেহ করেন। মিসেস ম্যাডোনা জানতে চাইলেন তাঁর কোন চিঠি আছে কিনা। হতাশ হতে হলো তাঁকে। ক্যালিফোর্নিয়ায় লেখাপড়া করে তাঁর একমাত্র ছেলে ববি লোপেজ। চিঠি লেখায় তার ভীষণ অনীহা।

মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ সম্প্রতি একটা মোটেল দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের অন্যতম টুরিস্ট স্পট নিউপোর্ট বীচে। 'সীগাল মোটেল'।

বিধবা মহিলাকে মোটেল দেখাশোনায় সহায়তা করছেন তাঁর ছোট ভাই ফরস্কিন। কিছুদিন আগে রকি বীচে বোনের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিসেস ম্যাডোনা। গরমের ছুটি চলছিল কিশোরদের। কিশোরকে তাঁর নতুন মোটেল

দেখার প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল ও।

হাতে কোন কাজ ছিল না। শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে হাতেপায়ে জং ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। নিউপোর্ট বীচ জায়গাটা দেখার মত–জানা ছিল কিশোরের। আর বোনাস হিসেবে একটা রহস্য যদি জুটে যায়...। তাই সদলবলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি কিশোর।

এখানে এসে কয়েকজন গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে কিশোরদের। নিউপোর্ট কালচারাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তাঁদের একজন।

মিসেস ম্যাডোনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে মহিলার, সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছে কিশোরদের সঙ্গে। কালচারাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফিয়োনা জনসন আগে থেকেই জানতেন কিশোরদের নাম। শুধু জানতেন বললে কম বলা হয়, তিন গোয়েন্দার রীতিমত ভক্ত তিনি।

অনেক দিন থেকেই মিসেস ম্যাডোনাকে অনুরোধ করে আসছিলেন তিন গোয়েন্দাকে নিউপোর্ট বীচে দাওয়াত করে নিয়ে আসতে। ওদের মেধার ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ বলেই অনুষ্ঠানে বিচারক হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওখানে যারা বিচারক থাকবে, তারা সবাই কিশোরদের বয়সী।

'আমাদের নামে নয়টা চিঠি এসেছে, আন্টি,' জানাল কিশোর। আরও জানাল, 'তিনটে খামের ওপর ঠিকানা লিখেছে একই লোক। বাকি ছয়টার ঠিকানা লিখেছে অন্য কেউ। দাঁড়ান, খুলে দেখি।'

সোৎসাহে বাকি খামগুলো খুলতে লাগল তিন বন্ধু।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের চঞ্চল হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যাডোনা।

দেখা গেল ছয়টা খামে একই জিনিস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র। চিঠি নেই কোনটাতেই।

অবাক হলেন মিসেস ম্যাডোনা। বললেন, 'তিনজনকে এতগুলো কার্ড পাঠানোর কি দরকার ছিল?'

মুসা আর রবিন একযোগে শ্রাগ করল। রবিন বলল, 'ভুল করে পাঠিয়েছে, মনে হয়।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন রহস্য আছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে বলল গোয়েন্দা-প্রধান। 'ফিয়োনা জনসনকে ফোন করতে হবে,' মিসেস লোপেজের দিকে ফিরল ও। 'আন্টি, আমরা অনুষ্ঠানে যেতে পারি?'

'পারো,' হাসলেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'একজন গুণী মানুষ তোমাদের সম্মান করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কেন যাবে না?'

তিন বন্ধু ছুটল নিউপোর্ট কালচারাল সোসাইটির অফিসে।

মিসেস ফিয়োনাকে পাওয়া গেল তাঁর অফিসে। বয়স ষাটের ওপরে হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই। এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পৈতৃক সূত্রে অগাধ সম্পত্তির মালিক। নিজ হাতে বানানো কফি পরিবেশন করলেন ওদের ফিয়োনা।

'কি, আসছ তো অনুষ্ঠানে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'অবশ্যই,' মুসা জবাব দিল। টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল।

'এ তো আমাদের জন্যে বিরাট সম্মানের ব্যাপার, ম্যাম,' কিশোর বলল। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আমাদের প্রত্যেকের কাছে তিনটে করে কার্ড পাঠানো হয়েছে কেন?'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধার। 'তিনটে? না তো! এমন হওয়ার তো কথা নয়!'

টেবিলে নিজের চিঠিগুলো রাখল কিশোর, মুসা আর রবিনও রাখল ওদেরগুলো। অবাক হয়ে কিশোর খেয়াল করল মুসার একটা চিঠি নেই। তিনটের জায়গায় দুটো।

'আরেকটা কই?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে কিশোর তাকাল বন্ধুর দিকে।

বোকার মত চেহারা হলো মুসার। 'হাতেই তো ছিল,' বলল অপ্রস্তুত কণ্ঠে। 'গেল কোথায়?'

'পড়ে গেছে?'

'মনে হয়।'

মিসেস ম্যাডোনার যে গাড়িটা নিয়ে ওরা এসেছে, সেটা অফিসের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে।

মুসা ছুটল সেদিকে।

গাড়ির ড্যাশবোর্ড, সীট, লকার–সব চেক করে দেখল মুসা।

নেই। বিফল হয়ে ফিরে এল ও।

মিসেস ফিয়োনার অনুমতি নিয়ে আন্টির বাসায় ফোন করল কিশোর। ধরল হাউজকীপার বেটি হারপার। জানাল, ওরা বেরিয়ে যাবার পর ওয়েস্টবাস্কেটের কাছে একটা খাম পড়ে থাকতে দেখে সে। অদরকারী মনে করে অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে ওটাও পুড়িয়ে ফেলেছে।

'আসলে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ওটা কখন হাত থেকে পড়ে যায়, খেয়ালই করিনি,' বলল মুসা।

'ওটা নিশ্চয়ই তেমন মূল্যবান কিছু নয়,' বললেন ফিয়োনা।

'কিন্তু ম্যাম,' মুসা বলল শুকনো কণ্ঠে। 'নয়টা খামের রহস্য বোঝা যাচ্ছে না।'

যে তিনটে খামের মধ্যে আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে চিঠি আছে, ফিয়োনা সেগুলোকে আলাদা করে বললেন, 'এগুলো পাঠানো হয়েছে আমাদের অফিস থেকে। হাতের লেখাটা মিসেস বুনের। বাকিগুলো অন্য একজনের লেখা, তবে কার বলতে পারব না, সরি।'

এরপর টেলিফোনে মিসেস বুনের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। আসতে বললেন তাঁকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন মিসেস বুন।

খামগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো এগুলো কে পাঠিয়েছে!'

'আমাদের অফিস থেকে পাঠানো হয়নি, ম্যাম,' বেশ কিছুক্ষণ হাতের লেখাটা পরীক্ষা করে জানালেন মিসেস বুন।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' অবাক কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। 'কার্ড বাইরে গেল কিভাবে?'

'বলতে পারব না।'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ,' পরে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

বেরিয়ে গেলেন মিসেস বুন।

দুই

পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠল কিশোর।

হাতমুখ ধুয়ে খামগুলো নিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসল। একটা খাম থেকে নিমন্ত্রণপত্র বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ একটা অতিরিক্ত 'C' চোখে পড়ল ওর। আগে ছিল না বর্ণটা।

উত্তেজিত হয়ে উঠল গোয়েন্দা প্রধান।

পরের লাইনগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল। এবং পেয়েও গেল। আরেকটা অতিরিক্ত বর্ণ 'W' আবিষ্কার করল এবার।

এর মধ্যে বিছানা ছেড়েছে মুসা। হাতমুখ ধুয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল, 'খাইছে! সাত সকালে কি করছ ওগুলো নিয়ে?' কিশোরের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

'নয়টা চিঠির রহস্য মনে হয় ভাঙতে পারব আমরা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মনে হয় সূত্র পেয়ে গেছি।'

এর মধ্যে রবিনও জেগে উঠেছে। মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

'সূত্র?' অবাক হলো রবিন। 'কিসের সূত্র?'

রবিন আর মুসাকে নতুন জেগে ওঠা বর্ণদুটো দেখাল কিশোর। কার্ডটা নিয়ে দেখতে গিয়ে আরেকটা 'S' পেয়ে গেল রবিন।

'কিন্তু,' বলল ও। 'এই সি, ডব্লিউ এবং এস দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? তোমার মাথায় খেলছে কিছু?'

'আপাতত না। সবগুলো কার্ড ভাল করে দেখতে হবে আগে।'

'আগে খেয়ে নিই,' পেটের ওপর হাত বুলিয়ে বলল মুসা। 'খিদে পেয়েছে খুব।'

নাস্তা সেরে আবার কার্ডগুলো নিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে মিসেস ম্যাডোনাও যোগ দিয়েছেন।

আরও সাতটা অতিরিক্ত বর্ণ খুঁজে পেল ওরা, যেগুলো আগে ছিল না–একটা করে R, T, E, L, W আর দুটো O। অনেক মাথা খাটানোর পর এগুলো দিয়ে দুটো শব্দ দাঁড় করিয়ে ফেলল ওরা–STOLE CROW।

'অতিরিক্ত "W"টা দিয়ে তাহলে কি বোঝানো হচ্ছে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। মিসেস ফিয়োনাকে ফোন করল ও। ব্যাপারটা বলল।

কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারলেন না তিনি। 'কিশোর,' বললেন ফিয়োনা।

'আজ বিকেলে তোমরা আমার বাসায় একটু বেড়িয়ে গেলে খুব ভাল হয়।
একটু ভেবে নিয়ে কিশোর বলল,'পারব। কিন্তু—'
'এখন বলা যাবে না,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা। 'এলে পরে বলব। আসছ তো?'
'হ্যাঁ।'

'আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনেগুলো ইভেন্ট থাকবে,' কিশোরদের উদ্দেশে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্টটি হচ্ছে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার। সৌন্দর্য, পোশাক-আশাক, রুচি আর মেধার মাপকাঠিতে নির্বাচিত হবে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার। যে কোন দেশের যে কেউ পেতে পারে এই সম্মান। আর তাকে সম্মানটা আমরা জানাব বিশেষ একটা উপহার দিয়ে। তোমাদের কথা দিতে হবে এই উপহারের ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কাউকে কিছু বলা চলবে না। পারবে?'
নীরবে মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর, বলবে না কাউকে।
'কেন পারব না?' বলে টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। কিছুদিন থেকে নতুন বাতিকে পেয়েছে ওকে—কথায় কথায় টেবিল চাপড়ানো।
কিশোরদের ভেতরের একটা রুমে নিয়ে গেলেন মিসেস ফিয়োনা। তালাবদ্ধ একটা কেবিনেটের সামনে এসে থামলেন তিনি। হাতের পাউচ থেকে চাবি বের করে দরজা খুললেন।
একযোগে উঁকি দিল ছেলেরা। চমৎকার একটা মুকুট দেখতে পেল ওরা।
'ইয়াল্লা!' বিষম খাওয়ার জোগাড় হলো মুসার। 'এত সুন্দর!'
'কোথেকে কিনেছেন?' মুগ্ধ চোখে ঝলমলে মুকুটটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।
'হংকং-এর এক অকশন থেকে,' জানালেন মিসেস ফিয়োনা। 'প্রাচীন চীনের কোন এক জমিদারের ছিল এটা। কি যেন নাম তাঁর—নাহ্, মনে পড়ছে না। এটার জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়েছে আমাকে। কাজটা করা হয়তো বোকামিই হয়ে গেছে।'
'শখের তোলা আশি টাকা!' বিড়বিড়াল রবিন।
এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। দ্রুত কেবিনেটের দরজা বন্ধ করে মিসেস ফিয়োনা তিন অতিথিকে নিয়ে ফিরে এলেন ড্রইং রুমে।
'এ হচ্ছে স্টেলা ফোর্ড,' আগন্তুকের সঙ্গে কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। 'এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যেই আসলে আসতে বলেছিলাম তোমাদের। আলী দ্য গ্রেট স্কুলে পড়ে ও। শিকাগো থেকে এসেছে আমাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।—আর স্টেলা, এরা হচ্ছে কিশোর, রবিন আর মুসা। শখের গোয়েন্দা।'
স্টেলা হ্যান্ডশেক করল ওদের সঙ্গে।
মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী। নীলচে চোখদুটো ঝিক্‌মিক্ করছে সারাক্ষণ। মাঝ পিঠ পর্যন্ত নেমে আসা রেশমের মত চুল পনিটেইল করে বাঁধা। এক নজর দেখেই

কিশোর বুঝতে পারছে চলন-বলনে মেয়েটা দারুণ স্মার্ট। আর বন্ধুসুলভ।

জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার হওয়ার যোগ্য।

যে কারণেই হোক, স্টেলা যে বেশ উদ্বিগ্ন, তা ওর চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

সত্যি উদ্বিগ্ন কিনা কিশোর জানতে চাইলে মেয়েটা বলল, 'এক অচেনা লোক ফোন করেছিল আমাকে। বলেছে আমি যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে সরে না দাঁড়াই, তাহলে কপালে খারাবি আছে আমার। যেভাবে হোক ওরা আমাকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেবে না বলে জানিয়েছে।'

'বলো কি!' রবিন অবাক হলো।

'সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' বলল মুসা।

কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

মিসেস ফিয়োনাকে অবশ্য তিন গোয়েন্দার মত অত চিন্তিত দেখাল না। স্টেলার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে বললেন, 'আমার মনে হয় কেউ ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে।'

একমত হতে পারল না কিশোর। অবশ্য ফিয়োনা জনসনের কথা স্টেলাকে বেশ আশ্বস্ত করেছে বলে মনে হলো।

কিশোর তাই ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে পরেও চিন্তা করা যাবে।

'আমরা এখন উঠব,' বলল ও।

'আমিও,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল স্টেলা। হাতে ধরা একটা বই মিসেস ফিয়োনার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ম্যাম, একটা বই সংগ্রহ করে দিতে বলেছিলেন না সেদিন? সেটা।'

বইটা নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন বৃদ্ধা।

'চলো, তোমাকে নামিয়ে দিই,' বলল কিশোর। 'যাবে কোথায়?'

'ঈগল স্টার মোটেলে। তোমাদের অসুবিধে হবে। থাক।'

'কি যে বলো!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল গোয়েন্দা-প্রধান। 'কিসের অসুবিধে? চলো চলো।'

মিসেস ফিয়োনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

গন্তব্যে পৌঁছতে বিশ মিনিটের মত লাগল। বড়সড় পার্কিং লটের এক কোনায় গাড়ি পার্ক করল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত দু'দিকের জানালায় উদয় হলো দুটো অপরিচিত মুখ।

'স্টেলা ফোর্ড!' প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল তাদের একজন। 'বেরিয়ে এসো!'

তিন

'না!' চেঁচিয়ে উঠল স্টেলা।

কিশোর বুঝল পরিস্থিতি সুবিধের নয়। ইগনিশন অন করল ও।

পরক্ষণে দ্রুত বেগে গাড়িটা পিছিয়ে যেতে লাগল। সময়মতই লোকদুটো লাফিয়ে সরে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড পর মোটেলের মূল গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দ্রুত দরজা খুলল স্টেলা। লাফিয়ে নেমে পড়ল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তিন গোয়েন্দাও নেমে পড়ল দ্রুত।

মোটেলের অ্যাটেনডেন্টকে সব জানাল স্টেলা।

'এখনই পুলিশে খবর দেয়া উচিত,' ঢোক গিলে বলল অ্যাটেনডেন্ট। 'দাঁড়াও, ফোন করছি অফিসে।'

মোবাইলে যোগাযোগ করল সে অফিসের সঙ্গে। ওদের বলল, শীঘ্রিই যেন পুলিশে খবর দেয়া হয়। নিরাপত্তার জন্যে আরেকজন অ্যাটেনডেন্টকে পাঠাতে বলে লাইন কেটে দিল।

কিশোর, রবিন আর মুসাকে নিয়ে ওর রুমে চলে এল স্টেলা। খুব ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। আর্লী দ্য গ্রেট স্কুল থেকে আরও তিনটে মেয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। স্টেলার ফ্লোরে অন্য রুমে আছে ওরা।

রুমে ঢুকেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টেলা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'অমন কুৎসিত চেহারার মানুষ কখনও দেখিনি আমি।'

'আসলেই ভয়ঙ্কর চেহারা ব্যাটার,' সায় দিল কিশোর।

'জাত ক্রিমিনাল,' রবিন যোগ করল।

বিছানায় উঠে বসল স্টেলা।

'স্টেলা, তুমি ওদের চেনো?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'না।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে চেনে। নামও জানে।'

'ওই জঘন্য চেহারার লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি,' শ্রাগ করে বলল ও। 'সঙ্গের কোট পরা লোকটাকেও না।'

আচমকা রুমের দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকেছে স্টেলার বয়সী এক মেয়ে।

'কিশোর,' ওর দিকে ঘুরল স্টেলা। 'এ হলো আমার ক্লাসমেট—রিয়া মর্টন।' বান্ধবীর দিকে ফিরল ও। 'রিয়া, এরা কিশোর, মুসা আর রবিন. আমার নতুন বন্ধু। ওদের একটা বড় পরিচয় আছে...।'

'জানি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল রিয়া। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি গর্বিত।' সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

রিয়া মেয়েটি হাসিখুশি আর বন্ধুবৎসল। প্রথম দেখাতেই বুঝে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

সহপাঠীকে সব জানাল স্টেলা।

'কি চায় ওরা?' কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল রিয়া।

নীরবে কাঁধ উঁচু করে ছেড়ে দিল স্টেলা।

'কিডন্যাপার?' চিন্তিত দেখাল রিয়াকে।

চিন্তাটা কিশোরের মাথায়ও ঘুরছে অনেকক্ষণ থেকে।
'আমাকে কেউ কিডন্যাপ করতে চাইবে কেন?' শুকনো কণ্ঠে বলল স্টেলা। 'কি লাভ আমাকে কিডন্যাপ করে?'
'এখন থেকে একা বাইরে কোথাও যেয়ো না,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'বেরোলে দল বেঁধে বেরোবে।'
'ঠিক বলেছ,' রিয়া বলল। 'আমি ওর দিকে খেয়াল রাখব, তোমরা চিন্তা কোরো না, কেমন?'

বাসায় ফিরে এল ছেলেরা।
মিসেস ফিয়োনার ওখানে চীনা জমিদারের প্রাচীন মুকুট থেকে শুরু করে ঈগল স্টার মোটেলে ঘটে যাওয়া ঘটনা পর্যন্ত সব বলল ওরা মিসেস ম্যাডোনা লোপেজকে।
'কি সাঙ্ঘাতিক!' মন্তব্য করলেন তিনি। 'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আবার বিপদ ঘটিয়ে বোসো না যেন।'
নীরবে মাথা দোলাল ওরা।
পালা করে মুসা আর রবিনকে দেখল কিশোর। তারপর বলল, 'এসো, কার্ডগুলো আরেকবার ভাল করে দেখি। আমার মনে হয় আরও কোন সূত্র লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে।'
নিজেদের রুমে চলে এল তিন গোয়েন্দা। নিমন্ত্রণপত্র থেকে পাওয়া বর্ণগুলো নিয়ে যে দুটো শব্দ দাঁড় করিয়েছে ওরা, সেগুলো নিয়ে ভাবতে বসল।
STOLE CROW
হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের দু'চোখ। উত্তেজনা বেড়ে গেল। একবার মুসা একবার রবিনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর নজর।
'খাইছে!' বোকার মত চেহারা হলো মুসার।
'যা বলতে চাইছ বলে ফেল,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল রবিন।
'STOLE CROW না হয়ে,' থামল কিশোর দুই সহকারীর উত্তেজনা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে। তারপর বলল, 'STOLEN CROWN হতে পারে না?'
'পারে!' খুশিতে ঝিকিয়ে উঠল রবিনের চোখ।
'এবং সেটা হওয়ার সম্ভবনাই বেশি,' মুসা যোগ করল।
'না, মুসা,' হাসল কিশোর। 'অতটা নিশ্চিত হওয়া যাবে না, যতক্ষণ না আরও দুটো N পাওয়া যায়।'
কিছুক্ষণ কার্ডগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর কাঙ্ক্ষিত N দুটো পেয়ে গেল ওরা। অথচ আগে ছিল না বর্ণদুটো।
'কথাটা তাহলে STOLEN CROWN বা CROWN STOLEN-এর যে কোন একটা হতে পারে,' তীক্ষ্ণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি বলো?'
'ঠিক,' সমর্থন জানাল কিশোর। 'এর সঙ্গে ফিয়োনা জনসনের মুকুটের কোন

সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় তোমাদের?'
'থাকতে পারে,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল মুসা।
এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ওদের সুবিধের জন্যে ড্রইং রুমের টেলিফোন সেটটা কিশোরদের রুমে দিয়ে গেছেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ।
রিসিভার তুলল মুসা। 'হ্যালো?'
'তুমি কিশোর? রবিন? নাকি মুসা?' ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা গমগমে পুরুষ কণ্ঠ।
'মুসা...আপনি...'
'তোমাদের গাড়ির লাইসেন্স নম্বর কি TXU-53-74?'
এমন একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না মুসা। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'কিন্তু...আপনি...'
জবাব এল না। রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ এল মুসার কানে।
মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ ঘরে ঢুকলেন এসময়। 'কার ফোন?' জানতে চাইলেন।
আজব কলটার কথা জানাল মুসা। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে যোগাযোগ করলেন ডিউটিরত লোকটির সঙ্গে। চিন্তা করতে মানা করল লোকটি। জানাল এক্ষুনি সে বাইরে দু'জন গার্ড পাঠাচ্ছে তাঁর গাড়িটি দেখে রাখতে।
'থ্যাঙ্ক ইউ,' বললেন ম্যাডোনা। 'শুনুন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।'
'আচ্ছা,' বলল সে।

সেন্ট পলস্ স্ট্রীট।
এই রোডেই মিসেস ফিয়োনা জনসনের বাড়ি। বাড়ির নামটা বেশ কাব্যিক।
'ইউটোপিয়া'–মানে, স্বপ্নরাজ্য।
আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল বলে বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে।
STOLEN CROWN বা CROWN STOLEN-এর সঙ্গে তাঁর মুকুটের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এব্যাপারে ফিয়োনার কি ধারণা সেটা জানার জন্যেই তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে তিন গোয়েন্দা।
কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রমহিলা। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'STOLEN CROWN! মানে চোরাই মুকুট! অসম্ভব! কিছুতেই ওটা চোরাই মুকুট হতে পারে না! তোমাদের আগেই বলেছি অনেক টাকায় কিনেছি ওটা। তবে...তবে...' সোজা হয়ে বসলেন তিনি। উত্তেজনায় কাঁপছেন। 'তবে ওটা যদি সত্যি চোরাই মুকুট হয়ে থাকে সাগরে ভাসিয়ে দেব।'
'না না, ম্যাম!' হাত তুলে বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'চোরাই মুকুট বলতে যে আপনারটাই বোঝানো হয়েছে এমন কোন কথা নেই।'
'দুনিয়ায় আরও অনেক মুকুট আছে,' যোগ করল রবিন।
'হংকং-এর এক অকশন থেকে ওটা কিনেছিলাম,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন

ফিয়োনা জনসন। 'ওটার প্রতি অনেকেই আগ্রহী ছিল, কিন্তু দাম যতই চড়তে লাগল আগ্রহও কমে যেতে লাগল তত। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল, দাম হেঁকে চললাম শুধু আমি আর আমেরিকাবাসী এক চীনা। মুকুটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তাই বলে যে অস্বাভাবিক দাম দিয়ে আমি ওটা কিনেছিলাম তা কেবল আমার ক্ষমতা ছিল বলেই নয়, ওই চীনা লোকটিকে হারানোর জন্যে রীতিমত ক্ষেপে উঠেছিলাম আমি। বলতে পারো, জেদের বশেই কিনেছিলাম মুকুটটা।'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা। জেদের বশে ওটার মালিক হয়ে যে তিনি ভাল করেননি বুঝতে পারছে ওরা।

'আচ্ছা, ম্যাম,' বলল কিশোর। 'কেনার আগে নিশ্চই মুকুটটা ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি শিওর আপনার কাছে এখন যেটি আছে সেটি অকশন থেকে কেনা ওই মুকুটই?'

'হ্যাঁ,' বললেন ফিয়োনা জনসন। 'ওটা কেনার পর আর কারও হাতে দেইনি। এমন কি তোমরা ছাড়া আর কাউকে দেখাইনি পর্যন্ত। বাড়ি ফিরে নিজের হাতে রেখে দিয়েছি ওই কেবিনেটের মধ্যে।'

'এমন যদি হয়,' কিশোর বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে। 'ওটা চুরি হয়ে গেছে!'

'তাহলে যেটা আমার কেবিনেটে আছে, সেটা?'

'নকল!'

'অসম্ভব!' বলেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমি কেনার আগে এবং পরেও দেখেছি ওটার দু'পাশে দুটো লম্বাটে পাথর বসানো আছে। বাঁ পাশেরটা সামান্য ছোট। একমাস হলো কিনেছি ওটা। এর মধ্যে যতবার দেখেছি ততবারই চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। এসো, দেখবে তোমরা।'

ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরের রুমে চলে এলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা চেক করে দেখলেন। তারপর পাউচ থেকে চাবি বের করে কেবিনেট খুললেন।

মুকুটটা বের করে কেবিনেটের ওপর রাখলেন। জ্বালিয়ে দিলেন রুমের সবক'টা বাতি। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল ওটা।

দেখা গেল মুকুটটার দু'পাশে দুটো পাথর বসানো আছে ঠিকই, কিন্তু দুটোই সমান। অথচ মিসেস ফিয়োনার কথা অনুযায়ী বাঁ পাশেরটা একটু ছোট হওয়ার কথা।

একযোগে মিসেস ফিয়োনার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ধপাস করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'চুরি হয়ে গেছে! চুরি হয়ে গেছে আমার সাধের মুকুট!'

চার

'আপনি যেহেতু মুকুটটা আমাদের ছাড়া আর কাউকে দেখাননি কাজেই ধরে নেয়া যায় ওই চীনাই লেগেছিল ওটার পিছনে,' বলল কিশোর মিসেস ফিয়োনার উদ্দেশে। 'ওই ব্যাটাই আসলটা সরিয়ে নকলটা রেখে গেছে।'

শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন ফিয়োনা। কোন কথা বলতে পারলেন না।

'হতে পারে,' মুখ খুলল রবিন। 'কিন্তু আসলটা ছাড়া নকলটা বানানো সম্ভব নয়। এজন্যে প্রথমে আসলটা চুরি করে ওটার নকল বানিয়ে জায়গামত রেখে আসার জন্যে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এত সময় কোথায় পেল চোর? তার কি ভয় ছিল না এই সময়ের মধ্যে মিসেস ফিয়োনা কেবিনেট খুলতে পারেন?'

'তোমার প্রশ্নের দুটো জবাব আছে,' কিশোর বলল একটু ভেবে নিয়ে। 'সত্যিই হয়তো ওই সময়টায় কেবিনেট খোলেননি মিসেস ফিয়োনা। আর দ্বিতীয় জবাব হলো ওই সময়ে হয়তো বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ছিলেন তিনি।' বলে সে তাকাল ফিয়োনা জনসনের দিকে।

'হ্যাঁ!' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক চিরে। 'গত সপ্তাহে পুরো পাঁচদিন শহরের বাইরে ছিলাম।'

যা বোঝার বুঝে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'তা এখন কোথা থেকে তদন্ত শুরু করব আমরা?' কিশোরকে প্রশ্ন করল মুসা।

'প্রথমেই জানতে হবে ওই ব্যাটা চোরের নাম-ঠিকানা,' জবাব দিল কিশোর। ফিয়োনার দিকে ফিরল সে। 'লোকটার নাম কি, ম্যাম? থাকে কোথায়?'

'যত দূর মনে পড়ে সে বলেছিল এই নিউ ইয়র্কেই থাকে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি। নামটা মনে পড়ছে না...সরি।'

মোটেলে ফিরে এল তিন কিশোর। মিসেস ম্যাডোনা ওদেরকে খাইয়ে শুয়ে পড়লেন।

আবার নিমন্ত্রণপত্রগুলো নিয়ে বসে পড়ল ওরা।

আরও দুটো বর্ণ উদ্ধার করল রবিন আর মুসা। G আর X। আগের একটা W এখনও অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

'এই তিনটে বর্ণ দিয়ে তো গ্রহণযোগ্য কোন শব্দ হয় না,' কিশোর বলল। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, বাকি শব্দগুলো ওই কার্ডে ছিল।'

কিশোর কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে চেহারা লাল হয়ে উঠল মুসার। 'সরি।'

'আর সরি সরি করতে হবে না,' লম্বা করে হাই তুলল রবিন। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

কিশোরের অবস্থাও এক। চোখ কট্‌কট্‌ করছে। খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।
শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

পরদিন সাত সকালেই ঘুম ভাঙল ওদের। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করেছেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। জানালেন রাতে ঘুমাতেই পারেননি তিনি মুকুটের শোকে। তারপর জানালেন আসল কথা। অনেক কষ্টে লোকটির নাম মনে করতে পেরেছেন: ইয়াঙ জিঙ।

'তার নিউ ইয়র্কের ঠিকানা মনে করতে পেরেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'আরে না! নাম স্মরণ করতেই জান শেষ!'

'ব্যাটার পাসপোর্ট না থেকেই পারে না,' কিশোর বলল। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শীঘ্রি আমরা তার ঠিকানা বের করে ফেলব। থ্যাঙ্কস, ম্যাম, ফর কলিং আস।' রিসিভার রেখে দিল কিশোর।

ইয়াঙ জিঙের কথা মিসেস ম্যাডোনাকে জানাল কিশোর। তিনি জানালেন লোকটির ঠিকানা জোগাড় করার যতটা সম্ভব চেষ্টা করে দেখবেন। তারপর নিজের রুমে গিয়ে একের পর এক ফোন করতে লাগলেন।

এদিকে কিশোররা নতুন কোন বর্ণ পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারছে না। মিসেস ম্যাডোনা কোন তথ্য জোগাড় করতে পারলেন কিনা সে চিন্তা কাজে মন বসাতে দিচ্ছে না।

একসময় ফিরে এলেন ম্যাডোনা আন্টি। মুখে হাসির ছটা।

'কিছু জানতে পারলেন, আন্টি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট অফিসে চাকরি করে আমার এক পরিচিত লোক। নাম জেমস হাওয়ার্ড। সে জানাল ইয়াঙ জিঙ নামের অনেক পাসপোর্টধারী আছে নিই ইয়র্কে।'

'কিন্তু,' হতাশ হয়ে বলল রবিন। 'অনেক ইয়াঙ জিঙকে তো আমাদের দরকার নেই, আন্টি।'

'আমাদের চাই ওই ক্রিমিনাল ইয়াঙ জিঙকে,' মুসা বলল।

'আরে বোকা, আসল কথাটা এখনও বলিনি,' হাসি চওড়া হলো মিসেস ম্যাডোনার। 'ওই ইয়াঙ জিঙদের একজন থাকে নিউপোর্ট বীচে।'

'তাই নাকি!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'এরপর তোমরা কি করতে চাও?' জানতে চাইলেন ফিয়োনা।

কিছু না বলে কিশোর টেলিফোন সেটের পাশে রাখা ফোনবুকটা তুলে নিয়ে ইয়াঙ জিঙের নম্বর খুঁজতে লাগল।

পেয়েও গেল শীঘ্রি। 'পুরো নাম ডক্টর ইয়াঙ জিঙ,' বলল ও কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে। 'কিন্তু কি ধরনের ডাক্তার তা লেখা নেই।'

'পুলিশের সাহায্য নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা।

কিশোরের মনে ধরল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল পুলিশে। জানা গেল ডক্টর ইয়াঙ জিঙ একজন প্রফেসর।

'লাঞ্চের আগে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, চলো,' প্রস্তাব করল

রবিন।

'আমি মোটামুটি শিওর এই জিঙ সেই জিঙ নন,' বলে একটা চিরকুটে লোকটার ঠিকানা টুকে নিল কিশোর। 'একজন প্রফেসর ক্রিমিনাল হতে পারেন না। তবু আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'আমিও যেতে চাই তোমাদের সঙ্গে,' হেসে বললেন মিসেস লোপেজ। 'নেবে?'

'হোয়াই নট?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।

ডক্টর জিঙের বাড়ি শহর থেকে খানিকটা দূরে। প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে বিরাট লন।

পোর্চের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। নেমে সদর দরজায় চলে এল ওরা।

একবারের বেশি ডোরবেল বাজানোর দরকার হলো না। দরজা খুললেন সাদা চুলো সুশ্রী এক বৃদ্ধ। হেসে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'ডক্টর জিঙ?' নিজেদের পরিচয় দেয়ার পর জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'কিশোর আমার বোনের ছেলে,' এগিয়ে এসে বললেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'গোয়েন্দাগিরি করতে পছন্দ করে। ওরা তিন বন্ধু মিলে একটা রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছে। রহস্যটা এক চীনাকে নিয়ে। আপনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন ওদের।'

অতিথিদের নিজের স্টাডিতে নিয়ে গেলেন মিস্টার জিঙ। জানালেন ওদের সাহায্য করতে পারলে তিনি খুশি হবেন। ছোটকালে তিনিও নাকি কয়েকটা রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন।

এসময় স্টাডিতে ঢুকলেন মিসেস জিঙ। তাঁর সঙ্গেও পরিচিত হলো কিশোররা।

যে জিঙের স্টাডিতে বসে কথা বলছে কিশোর, তিনি যে ক্রিমিনাল জিঙ নন, সে ব্যাপারে কিশোর এখন পুরোপুরি নিশ্চিত। এমন অমায়িক, নিষ্কলুষ চেহারার একজন মানুষ যে ক্রিমিনাল হতে পারেন না–কিশোরের মত বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'ইয়াঙ জিঙ নামের আর কাউকে চেনেন আপনি, প্রফেসর?' এক সময় জানতে চাইল কিশোর।

হেসে মাথা দোলালেন মিস্টার জিঙ, 'না, সরি।'

সম্প্রতি তাঁরা এশিয়া গিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইল মুসা।

'না,' বললেন মিসেস জিঙ। 'বহুদিন ধরেই যাওয়া হয় না।'

'আসলে,' বললেন প্রফেসর। 'আমার আত্মীয় বলতে আমার দূরসম্পর্কের এক খালা আর চাচা। দু'জনই নিউ ইয়র্কে থাকেন। চীনে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখানে আমরা দু'জনই ভার্সিটিতে পড়াই। নিউ ইয়র্কের বাইরে তেমন একটা যাওয়াই পড়ে না আমাদের।'

হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল কিশোরের মাথায়। অনুমতি নিয়ে মিসেস

ফিয়োনাকে ফোন করল। নিচু কণ্ঠে মিস্টার জিঙের দৈহিক বর্ণনা দিল। শুনে মিসেস জিঙ জানালেন ক্রিমিনাল জিঙ মাঝবয়সী। ডান গালে বিরাট বড় একটা কাটা দাগ আছে। মাথার চুল কুচকুচে কালো।

'দুঃখিত,' কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখলে বললেন মিস্টার জিঙ। 'উঠতে হবে আমাকে। জরুরী একটা ক্লাস আছে।'

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে কিশোররাও উঠে পড়ল। 'স্যার,' বলল কিশোর। 'অন্য কোন জিঙের কথা যদি জানতে পারেন, কাইন্ডলি আমাদের জানাবেন।'

সীগাল মোটেলের একটা কার্ড দিল তাঁকে কিশোর।

বিদায় নেয়ার আগে রবিন জানাল ওরা নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পেয়েছে। 'আপনি যাচ্ছেন তো অনুষ্ঠানে?'

'শুধু আমিই নই,' হেসে বললেন প্রফেসর। 'আমার গিন্নিও যাবেন। কনগ্র্যাচুলেশনস। আমরা অবশ্যই যাব। দেখব তোমরা কেমন রায় দাও।'

পাঁচ

গল স্টার মোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করল কিশোর। টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে শপিং মলে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। ফেরার পথে স্টেলার সঙ্গে দেখা করার কথা তুলল রবিন। কিশোর ভাবল ভাল কথা মনে করেছে রবিন। তাই এখানে আসা।

লবিতে পা রাখতেই পাশের রূম থেকে চেঁচামেচি কানে এল তিন গোয়েন্দার। কান্নার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

'শিট!' চেঁচিয়ে বলল একটা মেয়েলী কণ্ঠ।

'প্রতিযোগিতা মনে হয় বন্ধই করে দেবেন মিসেস ফিয়োনা,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। 'আমাদের কিছু একটা করা উচিত।'

'আরে দূর!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'আমি আর (ই ওসবের মধ্যে!'

কিছু বুঝতে না পেরে মাথা গরম হয়ে উঠল কিশোরের। রূমে ঢুকবে কি ঢুকবে না বুঝে উঠতে পারছে না। তবে ওরা যে স্টেলার বান্ধবী বুঝতে পারছে।

এমন সময় সেখানে উদয় হলেন মিসেস ফিয়োনা। জানালেন ব্যবসার কাজে ঈগল স্টারে এসেছিলেন তিনি। মেয়েগুলো কেন চেঁচামেচি করছে জানেন তিনি।

'কেন?' সাগ্রহে জানতে চাইল কিশোর।

'হাওয়া হয়ে গেছে স্টেলা গর্ডন,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা।

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল মুসা।

মুখ শুকিয়ে গেল কিশোরের। 'এত সতর্কতার পরও...' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলল সে।

'কখন? কোত্থেকে?' অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইল রবিন।

মিসেস ম্যাডোনা জানালেন কিছুক্ষণ আগে ওর কোন চিঠি আছে কিনা

জানতে ডেস্কক্লার্কের কাছে আসে স্টেলা। একটা চিঠি ছিল। ওটা নিয়ে এলিভেটরে ওঠে।

'তারপর?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'এরপর আর কেউ দেখেনি তাকে,' বললেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'মোটেলের প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এমন কি পার্ক অ্যাটেনডেন্টকেও। কেউ স্টেলাকে মোটেল থেকে বেরোতে কিংবা গাড়িতে করে কোথাও যেতে দেখেনি।'

'খাইছে!' স্বগতোক্তি করল মুসা।

'রিয়া কি এব্যাপারে আরও কিছু জানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রিয়ার সঙ্গেই ডেস্কক্লার্কের কাছে গিয়েছিল স্টেলা,' ম্যাডোনা বললেন। 'ডেস্কে পৌঁছে কিছুক্ষণের কথা বলে কোথায় যেন চলে যায় রিয়া, এখনও ফিরে আসেনি।'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ঘণ্টাখানেক হবে হয়তো।'

হাঁটতে হাঁটতে সামনের খোলা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা ও মিসেস ম্যাডোনা। স্টেলার গায়েব হয়ে যাওয়ার খবরে মুষড়ে পড়েছে সবাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল কিশোর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবে স্টেলাকে।

'কিন্তু শুরুটা করবে কোত্থেকে?' কিশোরের মনের কথা বুঝতে পেরে প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোর বলল, 'স্টেলা উধাও হওয়ার আগে যে চিঠিটা পেয়েছে ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওটার ব্যাপারে খোঁজ নেয়া দরকার।'

দলটা এগিয়ে চলল ডেস্কক্লার্কের কাছে। কিশোর লোকটার কাছে জানতে চাইল স্টেলার চিঠিটা কোত্থেকে এসেছে জানা আছে নাকি তার।

হতাশ ভঙ্গিতে ডানে বাঁয়ে মাথা দোলাল সে।

আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা।

'আচ্ছা!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। 'স্টেলা তো আগে থেকেই জানত সে কিডন্যাপ হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তো?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।

মুসা বলল, 'আমরা যাতে স্টেলাকে খুঁজে পাই সেজন্যে ক্লু হিসেবে চিঠিটা মোটেলের কোথাও সে রেখে যেতে পারে না?'

'ভাল বলেছ,' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'খুঁজে দেখা দরকার।'

কাজে লেগে পড়ল তিন গোয়েন্দা। মিসেস ম্যাডোনাও যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে।

লিফটের দরজা থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। প্রতিটি কোনা, ওয়েস্টবাস্কেট, ফুলের টব পরখ করতে করতে এগোল সামনে।

খুঁজতে খুঁজতে সামনের এনট্রেন্সের কাছে বড়সড় একটা ওরিয়েন্টাল ফ্লাওয়ার ভাসে সাদা একটা খাম পেয়ে গেল কিশোর।

দলটাকে কাছে ডাকল চাপা কণ্ঠে।

খামের গায়ে প্রেরকের ঠিকানা নেই। প্রাপকের জায়গায় লেখা:

স্টেলা গর্ডন
থার্ড ফ্লোর
ঈগল স্টার মোটেল
নিউপোর্ট বীচ

কাঁপা হাতে খাম থেকে চিঠিটা বের করল কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা ও রবিন। চিঠিটা এরকম:

স্টেলা,
যেকোন মুহূর্তে কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারো তুমি। বিস্তারিত জানতে হলে এক্ষুনি চলে এসো কারপার্কের TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

–সুইঙ

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন কিশোর। একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওদের মাথায়। নিমন্ত্রণপত্র থেকে অতিরিক্ত একটা G, X আর W পেয়েছে ওরা পরে। যা দিয়ে অর্থবোধক কোন শব্দ তৈরি করা যায় না।

ফিরে এল ওরা। নিজেদের রুমে ঢুকেই নিমন্ত্রণপত্রগুলোর ওপর হামলে পড়ল।

'আর তিনটে বর্ণ দরকার আমাদের,' বলল কিশোর উত্তেজিত কণ্ঠে।

'জানি,' রবিনের কণ্ঠেও উত্তেজনা।

'আমিও জানি,' বলল মুসা একই কণ্ঠে। 'S, I. N. ঠিক?'

'কিন্তু,' মিসেস ম্যাডোনা বললেন। 'তোমাদের এই ধাঁধা সমাধানের আগে স্টেলার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা উচিত।'

জবাব দেয়ার সময় পেল না কিশোর। তার আগেই কাঙ্ক্ষিত বর্ণ তিনটে আবিষ্কার করে ফেলেছে ও।

SWING

'কে হতে পারে এই সুইঙ?' মুসার প্রশ্ন।

খানিকটা ভেবে নিয়ে কিশোর বলল, 'শুধু এটুকুই আন্দাজ করতে পারছি নামটা চায়নিজ।'

'কারেক্ট!' একযোগে বলল রবিন ও মুসা।

'এই সুইঙের সঙ্গে ইয়াঙ জিঙের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে,' সন্দেহ প্রকাশ পেল কিশোরের কণ্ঠে।

রবিন ধারণা করল এই 'সুইঙ' শব্দটা হয়তো কোন অর্থবোধক পূর্ণাঙ্গ শব্দের কোড।

'হতে পারে,' ওকে সমর্থন করল কিশোর।

অর্থ যা-ই হোক, অতিরিক্ত নিমন্ত্রণপত্রগুলো যে এই 'সুইঙ'ই পাঠিয়েছে সে ব্যাপারে ওরা মোটামুটি নিশ্চিত।

X বর্ণটা এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। কিশোর ঠিক করল পরে মাথা ঘামাবে। আগে স্টেলাকে খুঁজে বের করা দরকার।

বিকেলে আবার ঈগল স্টারে এসে পৌছল ওরা। কার পার্ক অ্যাটেনডেন্ট কেরির সঙ্গে কথা বলল। লোকটা আজই যোগ দিয়েছে ঈগল স্টারে। টিভিজেড-সেভেনসেভেনফাইভ নম্বরের কোন গাড়ি নাকি সে পার্কিং লটে দেখতে পায়নি। সন্দেহজনক তেমন কাউকেই চোখে পড়েনি।

'তবে,' জানাল কেরি। 'একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একনজর দেখেছিলাম। দূর থেকে যেটুকু বুঝেছি মেয়েটি খুব সুশ্রী। তবে ভাল করে তাদের খেয়াল করিনি, করার প্রয়োজনও মনে করিনি।'

'ওদের গাড়ির নম্বর...'

'নাহ্!' কিশোরের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কেরি। 'খেয়াল করিনি।'

'আমার ধারণা আপনি স্টেলাকেই দেখেছেন,' রবিন বলল।

'হতে পারে!' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল কেরি।

নিজেদের মোটেলে ফিরে এল কিশোররা। দেখল মিসেস ফিয়োনা জনসন ড্রইং রুমে ওদের অপেক্ষায় বসে আছেন। চিন্তিত।

পকেট থেকে স্টেলার চিঠিটা বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিল কিশোর।

খামটা হাতে নিলেন তিনি। খুললেন কাঁপা হাতে। কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে পড়লেন।

'কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' মুখ খুললেন ফিয়োনা। 'মাথা ঘুরছে আমার!'

'পুলিশে খবর দেয়া দরকার,' কিশোর বলল। 'এই চিঠির কথা আর কাউকে বলিনি। কিন্তু পুলিশকে বলা দরকার। গাড়ির নম্বর জানলে সুইঙকে পাকড়াও করা তাদের জন্যে কঠিন কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

মিসেস ফিয়োনা নিজেই ফোন করলেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। এরপর ঈগল স্টারে ফোন করে জানলেন রিয়া ফিরে এসেছে। ওকে জানালেন যারা যারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে সে যেন এক্ষুনি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজের সীগাল মোটেলে চলে আসে।

নিউপোর্ট বীচের বাইরে থেকে যে ক'জন মেয়ে এসেছে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাদের প্রায় সবাই উঠেছে ঈগল স্টারে। আর ছেলেরা ও তিন-চারজন মেয়ে উঠেছে মিসেস ম্যাডোনার সীগাল মোটেলে।

সীগালের হলরুমে একে একে জড় হলো সব প্রতিযোগী। তিন গোয়েন্দাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ঢুকলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। ছাব্বিশ জন প্রতিযোগী উপস্থিত হয়েছে।

মিসেস ফিয়োনা হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন। পিনপতন নীরবতা নেমে এল হলরুমে।

'স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার কারণ বলতে পার কেউ তোমরা?' কোন ভূমিকা

ছাড়াই শুরু করলেন ফিয়োনা।

বলতে পারল না কেউ। এমন কি স্টেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিয়া মর্টনও না।

এবার কিশোর নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল ওরা কেউ সুইঙ নামের কাউকে চেনে কিনা।

'চিনি,' বলল একটা বেঁটে ছেলে। 'সুইঙ বিখ্যাত এক হকি খেলোয়াড়ের ডাক নাম। তার পুরো নাম স্যাম সুইঙ সান।'

'চায়নিজ?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। তবে জন্ম এই নিউ ইয়র্কে। সুইঙের খেলা দেখেছি আমি। অসাধারণ!'

'এখন সে কোথায় আছে বলতে পার?' কিশোর প্রশ্ন করল।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ছেলেটি বলল, 'আমার জানামতে সে এখন দলের সঙ্গে কানাডা আছে। প্র্যাকটিস করছে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে।'

হতাশ হলো তিন গোয়েন্দা। এই হকি খেলোয়াড় ওদের টার্গেট নয়।

মিসেস ফিয়োনা জানিয়ে দিলেন আজ আর রিহার্সাল হবে না। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যেতে না যেতে হলরুমে ঢুকলেন পুলিশের দু'জন অফিসার।

মিসেস ফিয়োনা তাঁদের জানালেন স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা যেন বাইরে জানাজানি না হয়। সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে তার প্রভাব পড়বে।

পরদিন বিকেল।

ব্যবসায়িক জরুরী কাজ সেরে ঈগল স্টার থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ম্যাডোনা। সঙ্গে আছে তিন গোয়েন্দা।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পার্কিং লটে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সামনে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

কোথায় তাঁর গাড়ি? যেখানে রেখে গিয়েছিলেন নেই সেখানে। চট্ করে তীক্ষ্ণ চোখে গোটা পার্কিং লটে নজর বোলাল কিশোর। নেই গাড়িটা। গায়েব হয়ে গেছে।

'আমাদের গাড়ি সরিয়ে রেখেছেন নাকি?' কেরিকে বলল কিশোর।

'কই, না তো!' অবাক হলো সে। 'যেখানে ছিল নেই সেখানে?'

'নাহ্!'

খুব বিষণ্ণ দেখাল কেরিকে। এর আগেও কিশোরের সঙ্গে একবার কথা হয়েছে তার, স্টেলা নিখোঁজ হওয়ার পর। কোন সাহায্য করতে পারেনি সেবার। এবারও পারছে না। আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে।

'আপনার গাড়ি খোয়া গেছে, আন্টি!' বলল কিশোর প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে।

ছয়

'চোরের স্বর্গে এসে পড়েছি দেখছি আমরা!' বলল রবিন। রেগে গেছে।

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'চোরের মুল্লুক!'

রবিন আর মুসার কাঁধে হাত রাখলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'পুলিশ ঠিকই গাড়িচোরকে ধরে ফেলবে, দেখো।'

'যত্তসব উটকো ঝামেলা!' মেজাজ খিঁচড়ে গেছে কিশোরেরও।

'আমরা মানুষ বলেই আমাদের উটকো ঝামেলা পোহাতে হয়,' হাসলেন ম্যাডোনা লোপেজ।

একটা ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করল ওরা। যাবে শহরের উত্তর প্রান্তে। মিসেস ম্যাডোনা ওখানে একটা প্লট কিনবেন। কেনার আগে তিন গোয়েন্দাকে জায়গাটা দেখিয়ে আনার ইচ্ছে তাঁর।

কিশোর বসল সামনে, ড্রাইভারের পাশে। মুসা, রবিন আর মিসেস ম্যাডোনা পেছনে।

ড্রাইভার তরুণটি বাচাল স্বভাবের। বক্‌বক্‌ করে চলল সে সারা রাস্তা।

'নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামনে, জানো তোমরা?' বলল সে। জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে বলে চলল, 'খুব আকর্ষণীয় হয় অনুষ্ঠানটা। সারা আমেরিকা থেকে ছেলেমেয়েরা আসে অংশ নিতে। কিন্তু এবার মনে হয় জমবে না।'

'কেন কেন?' উৎসাহী কণ্ঠে প্রশ্ন করল কিশোর।

'শুনলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের এক প্রতিযোগী নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে!' বলল সে।

তার মুখে কথাটা শুনে ভীষণ অবাক হলো তিন গোয়েন্দা।

'কার কাছে শুনেছেন?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'শহরের অনেকেই জানে ব্যাপারটা,' জানাল ড্রাইভার। 'সবাই বলাবলি করছে। এর মধ্যে হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটার।' দাঁত বের করে হাসল সে।

'বলেছে আপনাকে!' ক্ষেপে উঠল কিশোর। 'না জেনে একটা মেয়ে সম্পর্কে বাজে কথা বলা ঠিক নয়।'

'সরি!'

'ইটস্ ওকে,' মুসা বলল। 'আর কি কি শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি মেয়েটা নাকি কিডন্যাপ হয়েছে,' বলল ম্যাক্স পাওয়ার। লাইসেন্স নম্বরসহ ড্রাইভারের ছবি ঝোলানো আছে ক্যাবের সামনের দিকে। ওতেই নামটা দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।

এর মধ্যে মাইল চারেক পেরিয়ে এসেছে ওরা। হঠাৎ সামনে একটা গাড়ি দেখতে পেল কিশোর। ওদেরটার তুলনায় একটু ধীরে চলেছে বলে মনে হলো। গাড়িটার কাছাকাছি আসতে পেছনের সীট থেকে মাথা উঁচু করে সামনে তাকাল রবিন ও মুসা।

খপ্ করে রবিনের হাত আঁকড়ে ধরল মুসা, 'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল। 'আমাদের গাড়ি না?'

তীক্ষ্ণ চোখে সামনে তাকিয়ে ম্যাডোনা বললেন, 'নম্বর তো মিলছে না।'

'নম্বর প্লেট হয়তো পাল্টে ফেলেছে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ওটা আমারই গাড়ি,' হঠাৎ বলে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ।

'ফেন্ডারের বাঁ পাশে পলিশ উঠে যাওয়ার একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বেশ পুরোনো দাগ ওটা। গাড়িটা আমারই!'

এর মধ্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ম্যাক্স। 'আপনি শিয়োর ওটা আপনারই?' বলল মিসেস ম্যাডোনার উদ্দেশে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'ওটা আমাদের গাড়ি।'

'ধাওয়া করব?'

'করুন!' একসঙ্গে বলে উঠল তিন কিশোর।

মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটার পাশাপাশি চলে এল ট্যাক্সিক্যাব। চোর ব্যাটা সংঘর্ষ এড়াতে রাস্তার একেবারে কিনারে চলে গেল। বুঝে গেছে বিপদে পড়েছে। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে ম্যাডোনার গাড়ি। ট্যাক্সিক্যাবকে পেছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেছে এর মধ্যে।

হাল ছেড়ে দেয়ার বান্দা নয় ম্যাক্স। দেখতে দেখতে দু'গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব আবার কমিয়ে ফেলল সে।

পাশাপাশি এগোতে লাগল আবার।

মুগ্ধ চোখে কিশোর তাকাল ম্যাক্সের দিকে। পাকা ড্রাইভার সে। সংঘর্ষ এড়িয়ে এমনভাবে গাড়ি ছোটাচ্ছে ম্যাক্স, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে গাড়িচোর।

ম্যাক্স খেয়াল করল রাস্তা দ্রুত চেপে আসছে। পাশাপাশি চালালে বিপদ ঘটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

সামনে একটা গর্ত দেখতে পেয়ে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষল সে।

মিসেস ম্যাডোনার গাড়ি এগিয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল।

গর্তটা পেরিয়ে আবার গতি বাড়িয়ে দিল ম্যাক্স। সামনে ঝুঁকে আছে। একটু একটু করে দূরত্ব কমে আসতে লাগল আবার।

'কাজটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না!' ভীত কণ্ঠে বলে উঠলেন ম্যাডোনা। ওই ব্যাটা চোর কখন কি করে বসে বলা যায় না। বিপদ হতে পারে আমাদের।'

'ভয় পাবেন না ম্যাডাম,' বলল ম্যাক্স। 'একসময় রেসিং ড্রাইভার ছিলাম আমি। বিপদ এড়িয়ে কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় জানি। তাছাড়া ওই ব্যাটার দৌড় কতদূর জানা হয়ে গেছে আমার। ওকে ধরা শুধু সময়ের ব্যাপার। আপনারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন।'

সাত

আবার ওটার পাশাপাশি চলে এসেছে ট্যাক্সিক্যাব। ম্যাক্সের উদ্দেশ্য রাস্তার পাশের এবড়োখেবড়ো পথে ওটাকে নামিয়ে দেয়া। তাহলে বিশ গজও এগোতে পারবে না গাড়িচোর। গাড়ি থামাতে বাধ্য হবে সে।

'ম্যাক্স!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'কি করছ তুমি? মারা পড়ব তো সবাই!'

'চোরকে ছেড়ে দিতে বলছেন?' ওটার আরও কাছে ঘেঁষে বলল ম্যাক্স।

ভয় পায়নি তিন গোয়েন্দা। বরং উপভোগ করছে ব্যাপারটা। বহুবার ওরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কখনও ধাওয়া করেছে, কখনও খেয়েছে।

'এভাবে পাশাপাশি না এগিয়ে ওটার পেছন পেছন ছুটলেই তো হয়,' আন্টির কথা চিন্তা করে বলল কিশোর। তাঁর হার্টের অসুখ আছে, কখন কি ঘটে যায় বলা যায় না।

কিন্তু কিশোরের কথা শোনার সময় নেই ম্যাক্সের। দুটো গাড়ি একই সমান্তরালে ছুটছে। ডানে রয়েছে ট্যাক্সিক্যাব। চোরের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে সংঘর্ষ ঘটে ঘটুক, রাস্তা থেকে নামতে রাজি নয় সে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স। গলা চড়িয়ে হাল ছেড়ে দিতে বলল অন্য গাড়ির ড্রাইভারকে।

'লাভ হবে না,' বলল কিশোর। 'সবগুলো জানালার কাঁচ তোলা, আপনার কথা শুনতে পাবে না।'

হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। ম্যাক্স ছাড়া বাকি সবাই গলা উঁচিয়ে পেছনে তাকাল। দেখা গেল ছাদে জ্বলন্ত লাইটওয়ালা একটা কার দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'পুলিশ!'

অস্ফুটে কি যেন বলল ম্যাক্স। গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল।

ওদিকে সামনের গাড়িটা আচমকা থেমে গেছে। দরজা খুলে গেল। লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়িচোর।

রাস্তা থেকে একটা সরু ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাঁয়ের একটা ফার্মহাউজের দিকে। সেদিকে ছুটল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

মিসেস ম্যাডোনার গাড়ির পেছনে এসে থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সিক্যাব।

কয়েক মিনিট পর পুলিশের গাড়ি এসে থেমে দাঁড়াল ক্যাবের পেছনে।

দু'জন অফিসার নেমে এগিয়ে এল।

'ব্যাপার কি?' ম্যাক্সের উদ্দেশে বলল প্রথম অফিসার।

'জানো কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে তুমি?'

ম্যাক্সকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে বলল অন্য অফিসার, 'ওই গাড়িটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলে কেন?'

'আমি একটা চোরকে ধরার চেষ্টা করছিলাম, স্যার,' বলল ম্যাক্স। গাড়ি থেকে নেমে এল তিন গোয়েন্দা ও মিসেস ম্যাডোনা।

কিশোর পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলল দুই অফিসারকে।

'গাড়ি তো খালি দেখছি,' বলল প্রথম অফিসার। 'চোরটা গেল কোথায়?'

সামনের ড্রাইভওয়ে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ওই পথে পালিয়েছে। আমরা তাকে ভাল করে দেখতেও পাইনি।'

ওদের কথা বিশ্বাস করার আগে তিন গোয়েন্দাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করল দুই অফিসার।

ওরা কোথায় থাকে, এখানে কি করছে–ইত্যাদি ইত্যাদি। অকপটে তাদের

সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল তিন কিশোর।
'ইনি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ,' বলল কিশোর। 'আমার খালা।'
'ম্যাডোনা লোপেজ?' ভুরু কুঁচকে উঠল প্রথম অফিসারের। বুকের ব্যাজ বলে দিচ্ছে তার নাম ফ্রাঙ্ক হেনরি। একটা নোটবুক বের করল সে প্যান্টের পকেট থেকে। পাতা উল্টিয়ে খুঁজে বের করল কি একটা তথ্য।
'আপনিই কি আমাদেরকে আপনার গাড়ি চুরির রিপোর্ট করেছিলেন?' প্রশ্ন করল সে। 'লাইসেন্স নম্বরটা আরেকবার বলুন।'
কিশোর ওর ওয়েস্ট ব্যাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা বের করে বাড়িয়ে দিল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'ওই গাড়িটায় যে নম্বর প্লেট ঝুলছে ওটা ভুয়া।'
'আমার গাড়ি নিয়ে যেতে পারি?' জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাডোনা।
'পারেন,' হেসে বলল সোয়ানসন টমাস নামের অপর অফিসারটি। 'তবে আসল নম্বর প্লেট লাগিয়ে নিয়ে তবে।'
'আসলটা গাড়ির মধ্যে থাকতে পারে,' আন্দাজ করল কিশোর।
'হ্যাঁ,' বলল ফ্রাঙ্ক। 'এসো, খুঁজে দেখি।'
সামনে এগোল দলটা। কুশন তুলে দেখা হলো। কার্পেট সরিয়ে দেখা হলো।
কারের ট্রাঙ্ক খুলল সোয়ানসন। স্পেয়ার টায়ার, ন্যাকড়া, পিকনিক হ্যাম্পারে ওটা ঠাসা। 'পেয়েছি!' হঠাৎ বলে উঠল সোয়ানসন। পিকনিক হ্যাম্পারের নিচ থেকে একটা প্লেট বের করে আনল।
নকলটা নামিয়ে ওটা লাগিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। তারপর জানাল ওরা ইচ্ছে করলে এখন যেতে পারে। আরও বলল, 'আমরা সবখানে জানিয়ে দিচ্ছি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজের গাড়ি পাওয়া গেছে।' মিসেস ম্যাডোনার দিকে ফিরল সে। 'তারপরও পথে যদি কোন অসুবিধে হয় আমাদের কথা বলবেন। ছেড়ে দেবে।'
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল সে।
ম্যাক্সের দিকে ফিরল ফ্রাঙ্ক। 'ভাল কাজ করেছ বলে তোমার জরিমানা করলাম না, হে!' হাসল। 'কিন্তু সাবধান! অকারণে যদি এমন করো খবর আছে!'
কিছু না বলে হাসল ম্যাক্স।
ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফার্মহাউসটার দিকে ছুটল দুই পুলিশ অফিসার।
কিশোর চেক করে দেখল গাড়িতে যে ফুয়েল আছে তাতে অনায়াসে ফিরে যাওয়া যাবে। অবশ্য আন্টি যদি ফিরে যেতে চান। তাঁর প্ল্যান ছিল শহরের উত্তর প্রান্তে যাওয়া।
'আজ আর যাব না ওদিকে,' কিশোরের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন মিসেস ম্যাডোনা। 'টায়ার্ড লাগছে।'
ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন তিনি। ম্যাক্সকে বললেন, 'থ্যাঙ্কস্ আ লট।'
জবাবে মিষ্টি হেসে ক্যাব ছেড়ে দিল ম্যাক্স।
নিউপোর্ট বীচের দিকে ফিরে চলল কিশোররা।
সীগালের লবিতে রিয়া মর্টনের সঙ্গে দেখা হলো তিন গোয়েন্দার। রিয়া

জানাল স্টেলার মা বাবা এসেছেন নিউপোর্টে। উঠেছেন ঈগল স্টারে।

'মেয়ের শোকে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন তাঁরা,' বলল রিয়া। 'আমি জানিয়েছি তোমাদের কথা। তোমরা যে স্টেলাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছ সেটা জানিয়ে তাঁদের কিছুটা আশ্বস্ত করেছি।'

'গুড!' হাসল কিশোর। 'ভাল কাজ করেছ।'

পরদিন।

ঈগল স্টারে স্টেলার মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

শুরুতেই গর্ডন দম্পতিকে সমবেদনা জানাল কিশোররা। স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে যতটুকু জানে, জানাল। সুইঙের চিরকুটটার কথাও বলল।

ওদের গাড়ি চুরি যাওয়া ও উদ্ধারের কাহিনী শুনিয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় গাড়িচোরের সঙ্গে সুইঙের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

এমন সময় ওখানে হাজির হলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। পরিচিত হলেন মিস্টার ও মিসেস গর্ডনের সঙ্গে। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি।

প্রতিযোগিতার আগেই স্টেলাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে তিনি তাঁর আশার কথা জানালেন। এ-ও জানালেন কিশোরদের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা আছে।

'এতবড় একটা আয়োজন বন্ধ করে দেয়া যায় না,' শেষে যোগ করলেন মিসেস ফিয়োনা। 'সোসাইটির বদনাম হয়ে যাবে তাহলে। আমি জানি কিশোররা ঠিকই স্টেলাকে খুঁজে বের করবে। তাই আমি আমার কাজ ঠিকমত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। কাল থেকে আবার পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হবে,' রিয়ার দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। 'ঈগল স্টারের সবাইকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি।'

বিদায় নিলেন তিনি। তিন গোয়েন্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের রুমের দিকে চলে গেলেন গর্ডন দম্পতি।

'কাল সকালে রিহার্সাল হবে সোসাইটির হলরুমে,' বলল রিয়া। 'মিসেস ফিয়োনা সকালে ফোন করে আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু দেখ, শুধু ফোন করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সশরীরে চলে এসেছেন।'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি খুবই সিরিয়াস।'

'তোমরা যাবে রিহার্সালে?' শুধাল রিয়া। 'সবাইকে পাবে একসঙ্গে। তদন্তের সুবিধে হতে পারে।'

'যাব,' কিশোরের সংক্ষিপ্ত জবাব।

সোমবার সকালে সোসাইটির হলরুমে ঢুকে কিশোররা দেখল রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে।

ক্যাট-ওয়াক, নাচ, গান, কথা বলা—সব ধরনের অনুশীলন চলছে।

কালো চুল আর নীল চোখের একটা ছেলের প্রতি কিশোরের দৃষ্টি বিশেষভাবে আটকে গেছে। চ্যাপ্টা চেহারা। তবে দারুণ মিষ্টি তার হাসি। চীন, কোরিয়া বা জাপান, যে কোন দেশের হতে পারে সে—ধারণা করল গোয়েন্দা-প্রধান। ছেলেটি

দারুণ নাচতে পারে। গানের গলাও চমৎকার। সবকিছু বাদ দিলে শুধু ওই অসাধারণ হাসি দিয়েই ছেলেটি জিতে নিতে পারে 'জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার'-এর সম্মান। অবশ্য স্টেলা যদি অংশ নিতে না পারে।

'কিশোর,' হঠাৎ বলল রবিন। 'আমার মনে হয় স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার কোন সম্পর্ক আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল মুসা।

'থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'স্টেলার অনুপস্থিতিতে ওই ছেলেটি সেরা,' নীল চোখের ছেলেটিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কি দারুণ তার হাসি!'

'হ্যাঁ,' একযোগে একমত হলো রবিন ও মুসা।

রিহার্সাল শেষে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পরিচিত হলো তার সঙ্গে। জানতে পারল ছেলেটি কোরিয়ান। নাম কিম ইম চাক।

'রিহার্সাল দেখে তো মনে হলো তুমি ফাইনালে সবাইকে চমকে দেবে,' হেসে বলল কিশোর।

'আরে না!' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কোরিয়ান ছেলেটি। 'আমার চেয়ে কত ভাল ভাল প্রতিযোগী আছে।'

এক পর্যায়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সুইঙ নামের কাউকে চেন তুমি?'

'নাম শুনে মনে হচ্ছে সে চায়নিজ,' জবাব দিল কিম। 'কিন্তু আমি প্রফেসর ইয়াঙ জিঙ ছাড়া আর কোন চায়নিজকে চিনি না।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুসা দেখল টেবিলে কাজে মগ্ন কিশোর। রহস্যময় নিমন্ত্রণপত্রগুলো ছড়িয়ে আছে ওর সামনে।

'গুডমর্নিং, কিশোর,' পেছন থেকে বলল সে। 'আজ বেশি সকালে উঠে পড়েছ মনে হচ্ছে।'

'আরও ক'টা বর্ণ পেয়ে গেছি,' হাসিমুখে জানাল গোয়েন্দা-প্রধান। 'এবং কেন এগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সেটাও বুঝতে পেরেছি।'

'দারুণ!'

এর মধ্যে রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে মুসার পাশে।

'কি কি?' জানতে চাইল মুসা।

বর্ণগুলো কাগজে লিখে রেখেছে কিশোর। দেখল দুই সহকারী।

P H O E। এবং দুটো করে N এবং I।

'নতুন আবিষ্কৃত শব্দগুলো অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা,' বলল কিশোর। 'আমাদের হাতের ছোঁয়ায় গরম হয়ে একটা একটা করে বর্ণ ফুটে উঠেছে।'

'ওয়াও!' অবাক হলো রবিন। 'আজ যে বর্ণগুলো পেয়েছ সেগুলো দিয়ে কোন শব্দ উদ্ধার করা গেছে?'

'হয়তো,' রহস্য করল কিশোর।

'মানে?' একযোগে প্রশ্ন করল দুই সহকারী।

'PHOENIX,' বলল কিশোর। 'এবং SWING।'

'অর্থ?' কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল মুসার।

আট

কাগজে একটা বাক্য লিখল কিশোর। অবাক হয়ে ওটার দিকে চেয়ে রইল মুসা ও রবিন।

PHOENIX STOLEN CROWN SWING

রবিন বলল, 'যতদূর জানি ফিনিক্স হলো পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ এক পাখি। বিশাল দুটো ডানা আছে ফিনিক্সের। সেই ফিনিক্সের ডানার নিচেই কি তাহলে মুকুটটা লুকিয়ে আছে?'

হাসল কিশোর। 'হয়তো। কে জানে সেই ফিনিক্সই মিসেস ফিয়োনার মুকুটটা নিয়ে কোন অজানা মায়া নগরীতে পাড়ি দিয়েছে কিনা।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল প্রধান। 'আমার মনে হয় বাক্যটা অসমাপ্ত। আরও একটা শব্দ–একটা ভার্ব মিস করছি মনে হয় আমরা।'

'হ্যাঁ,' মুসা জবাব দিল। 'হয়তো একটা অক্সিলিয়্যারি ভার্ব।'

'কার্ডগুলো সরিয়ে রেখে অনুমানে একটা শব্দ পছন্দ করতে হবে আমাদের,' বলল রবিন।

'তাই করতে হবে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কারণ কার্ডে আর কোন বর্ণ নেই। আমরা যে শব্দটা মিস করছি ওটা হয়তো ওই খোয়া যাওয়া কার্ডে ছিল।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। যোগ দিলেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

তিনি বললেন, 'অক্সিলিয়্যারি ভার্ব মূলত পাঁচটা। অ্যাম, ইজ, আর, হ্যাভ এবং হ্যাজ। পাস্ট ফর্মে ওয়াজ, ওয়্যার এবং হ্যাড।'

এগুলো দিয়ে বিভিন্নভাবে তৈরি করার পর দেখা গেল মোটামুটি অর্থবোধক শব্দ দাঁড়াচ্ছে চারটে:

PHOENIX IS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX WAS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX HAS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX HAD STOLEN CROWN SWING

তৃতীয় বাক্যটাই পছন্দ করল তিন গোয়েন্দা:

PHOENIX HAS STOLEN CROWN SWING

এখনও রয়ে গেছে সমস্যা। দুটো অর্থ হতে পারে বাক্যটার, 'চোরাই মুকুটটি ফিনিক্সের কাছে আছে–সুইঙ' অথবা 'মুকুটটি চুরি করেছে ফিনিক্স–সুইঙ'।

প্রথম বাক্যটাই মনে ধরল কিশোরের। মুকুট চুরির পেছনে হাত আছে ফিনিক্স নামের কোন এক ক্রিমিনালের, বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার।

দরজায় নক হলো হঠাৎ। উঠে গিয়ে খুলল মুসা। হাতে কেইবলগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পোর্টার দেখল সে।

'ম্যাডাম আছেন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'কেইবলগ্রামটা তাঁর,' বলে ওটা মুসাকে দিল সে।

কেইবলগ্রামটা পড়ে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'লুকিয়ে লুকিয়ে আমিও গোয়েন্দাগিরি করছিলাম তোমাদের পাশাপাশি,' বললেন তিনি। 'আমার পুরোনো এক বন্ধু টেড উইলিয়ামের কেইবলগ্রাম এটা।'

'এর মধ্যে তো গোয়েন্দাগিরির কিছু দেখছি না, আন্টি!' অবাক হলো কিশোর।

'টেড কে, জানো?' হাসলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন চৌকস এজেন্ট। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তার কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম সম্ভব হলে যেন শীঘ্রি নিউপোর্ট বীচে চলে আছে। সে লিখেছে একদিন আগেও ভীষণ ব্যস্ত ছিল। হাড়ভাঙা খাটুনির পর হাতের মিশনটা শেষ করেছে কাল। এখন নিউপোর্ট বীচে আসতে টেডের আর কোন সমস্যা নেই।'

'কোত্থেকে কেইবলগ্রাম পাঠিয়েছেন উনি?' জানতে চাইল রবিন।

'তা তো জানি না,' বললেন ম্যাডোনা। 'জানায়নি। জানানোর নিয়ম নেই। টেড একজন সিক্রেট এজেন্ট।'

'বুঝলাম,' বলল কিশোর। 'কিন্তু এখানে ডেকেছেন কেন তাঁকে?'

'তোমাদের সাহায্য করতে।'

'তার কি কোন দরকার ছিল?' বলল রবিন।

'অসুবিধে কি?' মিসেস ম্যাডোনা জবাব দেয়ার আগেই বলল কিশোর। 'বরং ভালই হবে উনি এলে।'

সকালের নাস্তা সেরে পুলিশ অফিসার ফ্রাঙ্কের কাছে ফোন করল কিশোর। স্টেট ট্রুপার হেডকোয়ার্টারেই পাওয়া গেল তাকে। গাড়িচোরের কোন হদিস পাওয়া গেল কিনা জানতে চাইল কিশোর।

'না,' জবাব দিল অফিসার। 'তবে শিগ্গির পেয়ে যাব আশা করছি। আর পেলেই তোমাদের খবর জানাব।'

'থ্যাঙ্কস্,' রিসিভার রেখে দিল ও।

সকাল দশটার দিকে মিসেস ফিয়োনার বাসায় এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। ওদের দাঁড় করানো বাক্যটার কথা বলল কিশোর। তারপর যোগ করল, 'দুটো ব্যাপারে আমি শিওর। সুইঙ কোন মানুষের নাম আর চোরাই মুকুট বলতে আপনার মুকুটটাকেই বোঝানো হচ্ছে।'

'ওটা আমার কাছ থেকে খোয়া গেছে বলে?'

'জ্বি।' বলল কিশোর। 'ম্যাম, আপনার নকল মুকুটটা আমরা আরেকবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চই!'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভেতরের রূমে চলে এলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। জিনিসটা কেবিনেট থেকে বের করে সামনের একটা টেবিলে রাখলেন।

কিশোর আর মুসা একযোগে হাত বোলাল ওটার গায়ে। বলা যায় না,

আচমকা কোন ক্লু পেয়েও যেতে পারে।
মুকুটটা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল ওরা, কিশোর আর মুসা টেরই পেল না ওদের হাতের কি দশা হয়েছে। যখন পেল তখন ওরা রীতিমত ধাঁধাগ্রস্ত। সবক'টা আঙুল সবুজ হয়ে গেছে। জ্বালাপোড়া করছে ভীষণ।
'মাই গড!' আঁতকে উঠলেন ফিয়োনা জনসন। 'বিষ!'
'বিষ!' মুখ শুকিয়ে উঠল কিশোরের।
'হ্যাঁ! জলদি হাত ধুয়ে এসো। জলদি!'
কাজ হলো না। পানি আর সাবানে পুরোপুরি দূর হলো না বিষ।
'দাঁড়াও,' ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমার ডাক্তারকে ফোন করে দেখি।'
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন করে ফিরে এলেন তিনি।
'পেট্রল দিয়ে হাত ভিজিয়ে, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিতে বলেছে ডাক্তার,' ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন ফিয়োনা। 'রবিন, আমার গ্যারেজে পেট্রলের ক্যান আছে, জলদি ওটা নিয়ে এসো! জলদি করো!'
ছুটল রবিন। ছট্‌ফট্‌ করছে কিশোর আর মুসা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।
মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় হাত থেকে মুছে গেল সবুজ বিষের শেষ চিহ্ন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই গোয়েন্দা।
'ভাগ্যিস জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ারের মাথায় পরানোর আগে এটা হাতে পড়েছিল আমাদের,' বলল কিশোর দুর্বল কণ্ঠে।
'তবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমার মনে হয় জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার চোরের টার্গেট ছিল না। নিশ্চই সে বুঝে গেছে তোমরা তার পেছনে লেগেছ। তাই তাকে ধরার আগেই সে তোমাদের মারতে চেয়েছিল।'
'ঠিক বলেছেন,' কিশোর বলল। এখন অনেক ভাল বোধ করছে। মুসাও।
'ম্যাম, আপনার পরিচিত কোন কেমিস্ট আছে?' জানতে চাইল কিশোর।
'আছে, কেন বলো তো?'
'বিষটার নাম জানতে পারলে ভাল হত।'
'গুড আইডিয়া!' বলল রবিন।
মুকুটের গায়ে কাগজ ঘষে ওটা একটা খামে ভরলেন মিসেস ফিয়োনা। উঠলেন। সবাই বেরিয়ে এল।
ফিয়োনা তাঁর গাড়িতে উঠে পড়লেন। চললেন কেমিস্টের বাসায়।
কিশোররা ওদের গাড়িতে উঠল।
'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মুসা।
গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'প্রফেসর জিঙের বাসায়। ফিনিক্সের ব্যাপারটা তিনি ভাল বলতে পারবেন মনে হয়।'
রবিন বলল, 'পৌরাণিক কাহিনী পড়ে জেনেছি ফিনিক্স পাখি জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে পৌছে আগুনে আত্মাহুতি দেয়। এবং সেই আগুন থেকেই আবার উঠে আসে আরেক সত্তা নিয়ে। ওরা পুনর্জন্ম লাভ করে পাঁচ থেকে ছয়শো

বছর পর পর।'

'অনেক জানো দেখছি,' হাসল কিশোর। 'প্রফেসর জিঙ হয়তো আরও কোন তথ্য দিতে পারবেন।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীর পাখিকে ইঙ্গিত করেনি সুইঙ,' সন্দেহ প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে। 'তার চেয়ে বরং ধরে নেয়া যায় অ্যারিজোনার ফিনিক্স নগরীর কথা বলতে চাইছে সে। হয়তো বোঝাতে চাইছে ওখানেই আছে ফিয়োনা জনসনের মুকুট।'

নয়

তিন গোয়েন্দাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন প্রফেসর দম্পতি। পরনের পোশাক দেখে কিশোর বুঝতে পারল কোথাও বেরোচ্ছেন মিস্টার আর মিসেস জিঙ। লজ্জা পেয়ে গেল ও।

'ভুল সময়ে এসে পড়েছি মনে হয় আমরা,' বলল গোয়েন্দা-প্রধান।

'আপনাকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল,' বলল মুসা।

'আজ বরং যাই,' রবিন বলল। 'আরেকদিন আসব।'

'আরে দূর!' হাসলেন প্রফেসর। 'ভেতরে এসো তো! কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

অবাক হয়ে তাঁর জমকাল পোশাকের দিকে চেয়ে রইল কিশোর।

'আসলে বিশেষ লাঞ্চের আয়োজন হয়েছে আজ,' জানালেন মিসেস জিঙ। 'তোমরা আসায় বরং ভালই হয়েছে।'

'আমরা সত্যিই বোধহয় অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম আপনাদের,' লজ্জিত গলায় বলল কিশোর।

'চুপ করো!' কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করলেন মিস্টার জিঙ।

'আমরা বিশ্বাস করি অতিথি হলো ঈশ্বরের প্রতিরূপ,' হেসে বললেন মিসেস জিঙ। 'তোমরা আসায় সত্যিই আমরা খুব খুশি হয়েছি।'

মিসেস জিঙ কিচেনের দিকে চলে গেলেন। প্রফেসর ওদেরকে নিয়ে লিভিং রূমে এসে বসলেন।

'স্যার, আমার আন্টিকে একটা ফোন করা যাবে?' বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আপনার এখানে আছি জানাতে পারলে ভাল হত।'

'শিয়োর, শিয়োর,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'হলে সেট আছে। কথা বলে এসো।'

কিশোর যখন ফিরে এল রবিন তখন তার গল্পের উপসংহার টানছে, 'এটুকুই জানি আমরা ফিনিক্স সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'ফিনিক্সের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতেই আপনার কাছে আসা।'

হাসলেন বৃদ্ধ। 'ফিনিক্সকে নিয়ে প্রচলিত সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনীটা

শোনা যায় চীনাদের মুখে,' শুরু করলেন তিনি। 'চীনাদের বিশ্বাস যে জায়গার আগুন থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে ফিনিক্স, সেখানকার মাটি খুঁড়লে নাকি ধনরত্ন পাওয়া যায়।'

'অদ্ভুত তো!' বলল কিশোর।

'খাইছে!' মুসা বলল।

'ফিনিক্সের ব্যাপারে তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি সত্যি আনন্দিত,' বললেন প্রফেসর। 'আমার মনে হয় তোমরা ফিনিক্সের সন্ধান করছ, তাইনা?'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'চেষ্টা চালিয়ে যাও। হয়তো ওটার সূত্র ধরেই পেয়ে যেতে পারো অমূল্য রত্ন!'

বুককেস থেকে ঢাউস একটা বই বের করে আনলেন প্রফেসর। রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর পাতা উল্টে কিছু একটা বের করে এগিয়ে দিলেন কিশোরদের সামনে।

'ফ্যাঙ হুয়াঙের ছবি,' বললেন তিনি। 'চীনারা ফিনিক্সকে বলে ফ্যাঙ হুয়াঙ।'

কৌতূহলী চোখে ছবিটার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ওটা আসলে ফিনিক্সের একটা ভাস্কর্যের ফটোগ্রাফ। গায়ের রঙ টকটকে লাল। উভয় ডানায় চারটে করে লম্বা, চওড়া ও মসৃণ পালক। লেজটা অস্বাভাবিক লম্বা। শক্তপোক্ত দু'পায়ের নখর তীক্ষ্ণ ও লম্বা।

'অদ্ভুত!' মন্তব্য করল কিশোর। 'স্যার, ভাস্কর বা ফটোগ্রাফারের নাম নেই কেন?'

'জানি না,' জবাব দিলেন তিনি। 'আমিও খুঁজেছি, পাইনি।'

'ভাস্কর্যটা কোথায় আছে?' মুসার প্রশ্ন।

'তারও উল্লেখ নেই কোথাও।'

'ধ্যাৎ!' রেগে উঠে টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

বইটির প্রকাশকের নাম-ঠিকানা টুকে নিল কিশোর। ফটোগ্রাফার বা ভাস্করের পরিচয় জোগাড়ের চেষ্টা করবে।

এসময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস জিঙ। সবাইকে ডাইনিং রুমে যেতে বললেন। লাঞ্চ রেডি।

চীনা রীতিতে সাজানো হয়েছে নিচু ডাইনিং টেবিলটা। ঠিক মাঝখানে হলুদ-সাদা রঙের ফুলের একটা ভাস। তাজা ফুল শোভা পাচ্ছে ওটায়। তিন-সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে টেবিলের এখানে ওখানে। টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই।

হঠাৎ ডাইনিং রুম সংলগ্ন কিচেনের দরজা খুলে গেল। মিষ্টি একটি মেয়ে হাসিমুখে ঢুকল ভেতরে। ওর হাতের ট্রেতে সুপের চারটে বাটি।

মিসেস জিঙ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওর নাম নিতজি সিয়ান। প্রফেসর জিঙের এক বন্ধুর মেয়ে, আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানে নিঃসন্তান বৃদ্ধ দম্পতিকে সঙ্গ দিতে এসেছে।

টেবিলে সুপের বাটি রেখে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল নিতজি।

কিসের অনুষ্ঠান জানার কৌতূহল কিশোরের। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নিজ থেকে

বলছেন না, কাজেই জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করছে।

ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে কিশোর ক্লু খোঁজার চেষ্টা করল, বোঝা যায় কিনা অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য কি। কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো।

ওদিকে মুসা আর রবিন পড়েছে মহা ভাবনায়। চপস্টিক দিয়ে সুপ খাওয়ায় অভ্যস্ত নয় ওরা। কিশোরও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ও লজ্জিত।

কোন বুদ্ধি না পেয়ে অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। জিঙ দম্পতি খেতে শুরু করলে তাঁদের দেখাদেখি খেতে চেষ্টা করবে ওরা। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিশোরদের ভাবনার অবসান ঘটিয়ে প্রফেসর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাডল্‌স দিয়ে যেতে ভুলে গেছে দেখছি নিতজি।'

ল্যাডল্‌স? জিনিসটা কি ভেবে অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। ডাকার আগেই ল্যাডল্‌স নিয়ে ঘরে ঢুকল নিতজি।

'সরি,' মিষ্টি হেসে বলল সে। 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর, রবিন আর মুসা। কতগুলো কাঠের চামচ নিয়ে এসেছে সে। এগুলোই ল্যাডল্‌স, বুঝল ওরা।

জিঙ দম্পতির সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল তিন গোয়েন্দা।

সুপের পর এল স্ট্যু। মিসেস জিঙ জানালেন ওটা তৈরি হয়েছে চিকেন, ডিম, ডাল, বাদাম আর রাইস দিয়ে। চমৎকার স্বাদ।

এর নাম মূ গূ গেই প্যান।

সব শেষে এল ফল। চেনা ফলের পাশাপাশি কিছু অচেনা ফলও এল। একটু একটু করে সব ফলই খেতে হলো কিশোরদের।

খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস জিঙ। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন স্বামীকে। দেখাদেখি কিশোররাও তাই করল।

এখনও ওরা বুঝতে পারছে না কি অনুষ্ঠান পালন করছে চীনা দম্পতি।

অবশেষে রহস্য ভাঙলেন মিসেস জিঙ। জানালেন আজ তাঁর স্বামীর জন্মদিন। 'আমি তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি,' হেসে মিস্টার জিঙকে বললেন তিনি।

তিন গোয়েন্দাও অভিনন্দন জানাল বৃদ্ধকে। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করল।

'তোমাদেরকে পীচ ফল পরিবেশন করা হয়েছিল,' বললেন মিসেস জিঙ। 'খেয়াল করেছ?'

'জ্বি,' জবাব দিল মুসা।

'জন্মদিনে এই ফল পরিবেশনের পেছনে একটা চীনা সংস্কার আছে। বলা হয় বহু বছর আগে পৃথিবীতে একটা অমর পীচ গাছের জন্ম হয়। ওটা একহাজার বছরে একবার ফল দেয়। জন্মদিনে যে একবার ওই ফল খেতে পারে সে পুরো এক হাজার বছরের আয়ু পায়।'

'রূপকথা!' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

'দারুণ তো!' কিশোর বলল।

'তোমাদের আরেকটা চীনা লোকগাথা শোনাব যদি তোমরা শুনতে চাও,' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ।

'অবশ্যই!' সাগ্রহে বলল কিশোর।

'বহুদিন আগে,' শুরু করলেন প্রফেসর। 'রাতের আকাশে জ্বলজ্বল্ করত একটা তারা, নাম ছিল তার ষাঁড় তারকা। সেসময় মানুষ খিদে মেটাত শিকার করা প্রাণীর মাংস খেয়ে। শিকারের খুব অভাব ছিল বলে একদিন খেলে দু'দিন উপোস থাকত সেসময় মানুষ। মানুষের এত দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে স্বর্গদেব আকাশের সেই ষাঁড় তারকাকে একদিন একটা বার্তা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন। বার্তাটি হচ্ছে, মানুষ যেন আর দুশ্চিন্তা না করে। স্বর্গদেব নিজে তাদের জন্যে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ভাল খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

'কিন্তু ষাঁড় হলো মোটা বুদ্ধির প্রাণী। নামতে নামতে স্বর্গদেবের বার্তার কথা ভুলে গেল। মানুষকে বলল, 'তোমাদের আর কোন চিন্তা নেই। স্বর্গদেব তোমাদের জন্যে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করবেন।'

ভীষণ ক্ষেপে গেলেন স্বর্গদেব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন আজ থেকে ষাঁড় লাঙল টানবে, যাতে মানুষ সত্যি সত্যি তিনবেলা খেতে পায়।'

'খুব সুন্দর!' কিশোর বলল।

'আমার কাছে চীনা রূপকথার একটা বই আছে,' হাসলেন মিস্টার জিঙ। 'ইচ্ছে করলে নিয়ে পড়তে পারো। ভাল লাগবে।'

'পরে একসময় এসে নিয়ে যাব,' কিশোর বলল।

মিস্টার ও মিসেস জিঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীগালে ফিরে এল কিশোররা।

ফিরেই প্রকাশকের কাছে ফোন করল কিশোর। প্রকাশক বইটির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি ফটোগ্রাফারের ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হলেন না। এমনকি নাম বলতেও নারাজ।

'দেখুন,' উপায় না দেখে বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা জানা খুব জরুরী। আমরা তিন বন্ধু মিলে এক চোরের পেছনে লেগেছি। ওই ব্যাটাকে ধরতে না পারলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের এক বান্ধবীর কিডন্যাপের ব্যাপারটিও সম্ভবত এর সঙ্গে জড়িত। প্লীজ! আমাদেরকে হেল্প করুন।'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদের এক ফটোগ্রাফার চুরি আর কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত?' প্রশ্ন এল ওপাশ থেকে।

'না, না। ওই ফিনিক্স পাখিটি এর সঙ্গে জড়িত। ওটা সম্পর্কে আমাদের তথ্য দরকার।'

রিসিভার চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কারও সঙ্গে কথা বললেন তিনি। তারপর বললেন, 'হ্যালো, ফটোগ্রাফারের নাম ডিক ব্যানারম্যান। ছুটিতে আছেন তিনি।'

হতাশ হলো কিশোর, 'কোথায় পাব তাঁকে?'

'নিউপোর্ট বীচে। উঠেছেন সীগাল মোটেলে।'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কিশোরের।

দশ

খবরটা শুনে অবাক হলো মুসা আর রবিনও। অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যানারম্যানের সংযোগ চাইল কিশোর। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পরও সাড়া পাওয়া গেল না।

'মনে হয় রুমে নেই,' বলল কিশোর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে।

'চলো, নিচে গিয়ে রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' বলল রবিন।

'চলো।'

নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। রিসিপশনিস্টের কাছে জানতে চাইল ব্যানারম্যানকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

'দাঁড়াও, ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখি,' বলে উঠে দাঁড়াল লোকটি। পাশের একটা রুমের দিকে এগিয়ে গেল। একটু পর ম্যানেজার স্বয়ং বেরিয়ে এল।

হেসে কিশোরের দিকে তাকাল। 'ব্যানারম্যানের অটোগ্রাফ দরকার? নাকি তাঁর ওপরও গোয়েন্দাগিরি...'

'দুটোই,' জবাবে হাসল কিশোর।

তিন গোয়েন্দাকে মোটেলের বাইরে চমৎকার এক ফুলের বাগানে নিয়ে এল ম্যানেজার। ওটার একপাশে কয়েকটা চেয়ার পাতা। ওগুলোর একটায় বসে থাকা এক লোকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে সে বলল, 'উনিই ব্যানারম্যান।'

এগিয়ে গেল ওরা।

ব্যানারম্যান লোকটি যেমন লম্বা তেমন স্বাস্থ্যবান। ধূসর বর্ণের একমাথা ঝাঁকড়া চুল। নাকের নিচে মোটা গোঁপ।

'মিস্টার ব্যানারম্যান,' বলল ম্যানেজার তার ভিআইপি বোর্ডারের উদ্দেশে। 'পরিচয় করিয়ে দিই। এ কিশোর, আমাদের মালিকের বোন পো। আর এরা মুসা ও রবিন, কিশোরের বন্ধু,' কিশোরের দিকে ঘুরে তাকাল ম্যানেজার। 'কিশোর, ইনি ব্যানারম্যান। প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার।'

কিশোরের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন ব্যানারম্যান। 'নাইস টু মীট ইউ।'

'মিস্টার ব্যানারম্যান,' আবার বলল ম্যানেজার। 'সাবধান! এরা শার্লক হোমসের শিষ্য—ঝানু গোয়েন্দা।'

'আমি চোর না, ডাকাতও না,' হাসলেন ব্যানারম্যান। 'সাবধান হতে হবে কেন?'

'চোর-ডাকাত না হয়েও,' বলল ম্যানেজার, 'গোয়েন্দাদের পাল্লায় পড়লে কেমন লাগে একটু পরেই টের পাবেন, স্যার।'

'আচ্ছা!' বললেন ব্যানারম্যান। 'তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?'

তাঁর পাশে বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা। নিজের কাজে চলে গেল ম্যানেজার।

ফিনিক্সের ছবিটার কথা বলল তাঁকে কিশোর। শুধু ছবিটাই আছে কিন্তু এব্যাপারে আর কিছু নেই কেন জানতে চাইল গোয়েন্দা-প্রধান।

'আসলে ওই শিল্পকর্মের মালিকেরই অনুরোধে তাঁর কিংবা আমার কারোই নাম-ঠিকানা দেয়া হয়নি।'

'কেন?' অবাক হলো রবিন। 'দিলে কি হত?'

'কি হত জানি না। তবে যেহেতু তিনি নিষেধ করেছেন তাই দেয়া হয়নি। আমি যদি তাঁর শর্তে রাজি না হতাম, তাহলে হয়তো তিনি তাঁর ভাস্কর্যের ছবিই তুলতে দিতেন না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। কি যেন ভাবছে।

'কোথায় থাকেন উনি?' জানতে চাইল মুসা।

'তোমাদের যদি বলতেই পারতাম তাহলে বইতে ছাপতেও কোন দোষ ছিল না।'

'এটুকু তো বলতে পারেন উনি এখান থেকে কতদূরে থাকেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, এটুকু বলা যায়। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আরেকটু যোগ করছি, তাঁর জন্ম প্রাচ্যে।'

তাঁর কাছে ফিনিক্সের মত প্রাচ্যকলার আর কোন নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

ব্যানারম্যান কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, 'লোকটির ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বললে আমার ধারণা ঠিকই তাঁকে খুঁজে বের করে ফেলবে তোমরা। তবু বলছি...হ্যাঁ, আরও অনেক মূল্যবান শিল্পকর্ম আছে তাঁর কাছে। বেশির ভাগই এশীয়।'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা।

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা।

'কোন মুকুট দেখেছেন তাঁর কাছে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'প্রাচীন কোন চীনা জমিদারের?'

'না।'

এবার ভিন্ন একটা প্রশ্ন করল তাঁকে মুসা। 'আচ্ছা আপনি যে ফিনিক্সের ছবি তুলেছেন ওটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল?'

প্রশ্নের ধরন দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না ব্যানারম্যান। জবাব দিলেন, 'কালো কাঠ দিয়ে তৈরি একটা স্ট্যান্ডের ওপর।'

হঠাৎ কিশোর বলে উঠল, 'মিস্টার ব্যানারম্যান, কি এমন ক্ষতি হবে তাঁর নাম ঠিকানা আমাদের দিলে?'

'স্রেফ মামলা ঠুকে দেবে আমার বিরুদ্ধে,' হাসলেন ফটোগ্রাফার।

তিন গোয়েন্দা কখনও চায় না ওদের গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করতে গিয়ে কারও ক্ষতি হোক। প্রসঙ্গ পাল্টে মিসেস ফিয়োনার অনুষ্ঠান নিয়ে গল্প শুরু করল ওরা।

'আপনি আসছেন তো অনুষ্ঠানে?' কিশোর বলল।

'অবশ্যই!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ফটোগ্রাফার। 'সত্যি বলতে কি আমি

আসলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই এখানে এসেছি। ছবি তুলতে হবে। একটা পত্রিকার কাভার স্টোরি তৈরি করতে হবে। তা তোমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছ নাকি?'

হাসল মুসা। 'আমরা বিচারক নির্বাচিত হয়েছি।'

'বলো কি!' অবাক হলেন ব্যানারম্যান। 'তিনজনই?'

'জ্বি,' মাথা ওপর নিচ করল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ব্যানারম্যান। 'কঠিন কাজ, কিন্তু সম্মানজনক। দেখো আবার পক্ষপাতিত্ব কোরো না যেন!'

একযোগে হেসে উঠল তিন গোয়েন্দা।

'আচ্ছা, প্রতিযোগী একটি মেয়ে নাকি হারিয়ে গেছে রহস্যজনকভাবে...' হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি।

কিশোর বলল, 'খবরটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই গোপন রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে যেন সবাই জেনে গেছে।'

'এসব খবর বাতাসের আগে ছড়ায়,' বললেন ফটোগ্রাফার।

'স্টেলাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা,' বলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বিদায় নেয়ার আগে সে ব্যানারম্যানের কাছে জানতে চাইল তিনি সুইঙ নামের কাউকে চেনেন কিনা।

'না। তবে একবার শুনেছিলাম আমাদের পত্রিকার সম্পাদকের কাছে সুইঙ নামের এক লোক প্রাচ্যকলার ওপর একটা লেখা জমা দিয়েছিল। তবে লেখাটা নাকি খুব কাঁচা ছিল। ছাপা হয়নি।'

তিনি কি এখানে কোথাও থাকেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

'ঠিক বলতে পারব না।'

মোটেলে ফিরে এল ছেলেরা। ব্যানারম্যানের কাছ থেকে যা যা জেনেছে সবই বলল মিসেস ম্যাডোনাকে।

টেলিফোন বুক ঘেঁটে কিশোর জানাল নিউপোর্ট বীচে তিনজন সুইঙ থাকে।

'কার সঙ্গে আগে যোগাযোগ করব?' মুসা প্রশ্ন করল।

কিশোর জানাল প্রথম সুইঙ একজন ধোপা। কাজেই তাকে আপাতত বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সুইঙের সঙ্গে যোগাযোগের পক্ষপাতি সে।

ওকে সমর্থন করল দুই সহকারী।

ফোন করা হলো দ্বিতীয় সুইঙের বাসায়। ধরল এক মহিলা। জানা গেল সুইঙ তার ছেলে, হকি খেলোয়াড়। বর্তমানে কানাডায় আছে টিমের সঙ্গে। কিশোর বুঝতে পারল রিহাসার্লের সেই বেঁটে ছেলেটি এই সুইঙের কথাই বলেছিল। হতাশ হয়ে তৃতীয় সুইঙের নম্বরে ডায়াল করল ও।

এবারও ধরল এক মহিলা। সুইঙ বাসায় আছে কিনা জানতে চাইতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। জানাল তার ছেলে কয়েকদিন থেকে নিখোঁজ। শেষে যোগ করল, 'তুমি তার কোন খবর জানো, বাবা?'

উত্তেজনা বেড়ে গেল কিশোরের। জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

'এখনও জানি না, তবে আশা করছি শীঘ্রিই জেনে যাব।'

সুইঙের মা জানাল তার ছেলে শুক্রবার বিকেলে বাইরে বেরোয়। বলে যায় ফিরতে দেরি করবে না। 'কিন্তু সেই যে বেরিয়ে গেল এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি,' শেষে যোগ করল মহিলা। 'এমন কি একটা ফোন পর্যন্ত করেনি।'

শুক্রবার! স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার দিন।

'কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিল সে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল?'

'কোথায় যাবে বলে যায়নি,' জবাব এল ওপাশ থেকে। 'তবে ওর গাড়ি নিয়ে গেছে।'

'লাইসেন্স নম্বর?' জানতে চাইল উত্তেজিত কিশোর।

'TVZ-774।'

'আচ্ছা, আপনাকে কিছু খবর দিই,' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির প্রতিযোগী এক মেয়ে গত শুক্রবার আপনার ছেলের কাছ থেকে একটা চিরকুট পায়। চিরকুটে সুইঙ লিখেছিল মেয়েটি যেন মোটেলের পার্কিঙে রাখা TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে যায়। মেয়েটি সম্ভবত গিয়েছিল, কারণ তারপর থেকেই সে নিখোঁজ।'

'মাই গড!' বিস্মিত হলো সুইঙের মা। 'অসম্ভব! আমার ছেলে একাজ করতে পারে না। তোমরা চেনো না তাকে। এর মধ্যে মারাত্মক কোন ঘাপলা আছে।'

এরপরই এক ভরাট পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। সুইঙের বাবা, ধারণা করল কিশোর। কিশোরের কাছে স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানতে চাইল সে।

ঘটনাটা আবার বলল কিশোর।

'পুলিশে এখনও খবর দেয়া হয়নি,' জানাল সুইঙের বাবা।

'কেন?' অবাক হলো কিশোর।

'লজ্জায়! পুলিশ ভাববে অতবড় একটা ছেলে নিখোঁজ হয় কিভাবে!'

'কিন্তু,' কিশোর বলল। 'পুলিশ স্টেলা আর সুইঙের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জেনে গেছে। ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ওরা।'

'স্টেলা আপনার ছেলেকে চিনত না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'তারপরও সে সুইঙের ডাকে সাড়া দিয়েছে তার রহস্যময় চিরকুটের কারণে। সুইঙ লিখেছে যে কোন সময় কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারে স্টেলা। এব্যাপারে ও যদি বিস্তারিত জানতে চায় তাহলে যেন পার্কিঙ লটের TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে যায়।'

'বুঝতে পেরেছি!' বিষণ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। 'স্টেলা আর আমার ছেলে একসঙ্গে কিডন্যাপ হয়েছে।'

সুইঙের বাবা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাল কিশোরকে। তেমন ভাল ছাত্র ছিল না সুইঙ। একসময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বেকার হয়ে থাকে বেশ ক'বছর। সম্প্রতি কিছু রহস্যময় লোকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। তারা কারা জানতে চেয়েও লাভ হয়নি। এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি সুইঙ।

'সুইঙ কি কখনও জিঙ নামের কারও কথা বলেছে আপনাদের কাছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব এল ওপাশ থেকে। 'কে সে?'
'সম্ভবত নাটের গুরু,' কিশোরও সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।
সুইগুদের বাসার ঠিকানা নিয়ে লাইন কেটে দিল গোয়েন্দা-প্রধান।

এরপর পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসল সে দুই সহকারীকে নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে বিস্তারিত আলোচনা চলল। শেষে রবিন বলল, 'আসলে এখন জিঙকে খুঁজে বের করা দরকার। ফোনবুকে নাম-ঠিকানা না থাকলেও সে যে নিউপোর্ট বীচেই থাকে এ ব্যাপারে আমি শিওর।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা। রবিনের শেষ কথা শুনেছেন তিনি। পুলিশে ফোন করার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তাই করল কিশোর। লাভ হলো না। জিঙের খোঁজ দিতে পারল না পুলিশ।

'এখন?' চোখেমুখে প্রশ্ন নিয়ে আন্টির দিকে তাকাল কিশোর।

'এখন তোমাদের বিশ্রাম নেয়া উচিত,' হাসলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। গত কয়েকদিন তোমাদের শরীর আর মাথার ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজ শুরু করলে দেখবে মাথা আবার সুন্দর খেলতে শুরু করেছে।'

'কিন্তু আন্টি,' মুসা বলল শুকনো মুখে। 'বিশ্রাম নেয়ার সময় কোথায় আমাদের? স্টেলার যদি কিছু একটা হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ,' যোগ করল কিশোর। 'মিসেস ফিয়োনার মুকুটচোর ধরাছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার আগেই তাকে পাকড়াও করতে হবে।'

কিছু না বলে পালা করে কিশোর আর মুসাকে দেখতে লাগলেন মিসেস ম্যাডোনা। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও...একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমার সেই বন্ধু আসতে পারছে না। জরুরী আরেক মিশনে আটকে পড়েছে হঠাৎ করে।'

'মিস্টার টেড উইলিয়াম?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন দেখাল ম্যাডোনাকে। 'এলে খুব জমত। তোমরা উপভোগ করতে পারতে তার সঙ্গ। ভীষণ রসিক।'

'কপাল খারাপ আমাদের,' কিশোর বলল।

'চলো বীচ থেকে ঘুরে আসি,' হঠাৎ বলে উঠল রবিন। 'স্নান করতে ইচ্ছে করছে খুব।'

প্রস্তাবটা মনে ধরল কিশোরের। 'বেশ।'

বীচে এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। তিনজনেরই পরনে সুইমসুট। অবাক হয়ে ওরা লক্ষ করল বীচ প্রায় জনশূন্য।

পানিতে নেমে পড়ল তিন কিশোর। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি আর সাঁতার কাটায় মগ্ন হয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর উঠে এল একসময়।

পাশাপাশি তিনটে সানট্যান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ওরা। শরীর এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

এগারো

ড্রিম!

গুলির শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর। রবিন আর মুসাও জেগে গেছে। কিছু বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা বোকার মত।

তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর বোলাল কিশোর। একটু দূরেই পিস্তল হাতে মুখোশধারী এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার পাশে আছে আরেকজন। বেঁটে, নিরস্ত্র।

রবিন আর কিশোরও দেখতে পেয়েছে ওদের। লাফ দিয়ে একযোগে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

একমুহূর্ত ইতস্তত করল লোকদুটো। তারপর হঠাৎ ঘুরে উল্টোদিকে দৌড়াতে শুরু করল। বীচের প্রান্ত ঘেঁষে চাপা একটা রাস্তা জনবসতির দিকে গেছে। ওদিকেই দৌড়াচ্ছে লোকদুটো।

তোয়ালেটা তুলে নেয়ার জন্যে চেয়ারের ওপর ঝুঁকে এল কিশোর। চেয়ারের ওপর দিকে একটা তাজা ফুটো চোখে পড়ল। গুলির সৃষ্টি, বুঝতে একমুহূর্ত সময় লাগল না গোয়েন্দা-প্রধানের। ওটা আর তিন ইঞ্চি বাঁয়ে সরে এলে ওর মাথায় লাগত।

শব্দ করে ঢোক গিলল কিশোর। গলা শুকিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে উঠল, 'কুইক! ব্যাটারা কোন দিকে গেল জানা দরকার। এসো!'

বলেই সামনে দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। প্রায় পাঁচশো ফুট দূরের সেই পথটার মাথায় পৌঁছে হাতে ঠেলা একটা ট্রলি দেখতে পেল ওরা। খালি ওটা।

'এই রাস্তা সোজা মেইন রোডে গিয়ে মিশেছে,' বলল কিশোর। 'রাস্তার দু'পাশে স্থানীয়দের বাসাবাড়ি। মোটেলও আছে দু'একটা। আরও কিছুদূর গিয়ে দেখব?' বলে অনিশ্চিত চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

'যাওয়া যায়,' মুসা বলল।

সামনে এগোল দলটা। পথের ধুলোয় দু'জোড়া খালি পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। চট করে কিশোরের মনে পড়ল ওদেরকে আক্রমণকারী লোকদুটোর কারও পায়েই জুতো ছিল না।

বসে পড়ল কিশোর। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল এক সেট ছাপের মধ্যে একটা পায়ের ছাপ অন্যটার চেয়ে বড়। শুধু তাই নয়, বড় ছাপের আঙুলগুলোও অস্বাভাবিক। দুটো খুব বড়, তিনটে খুব ছোট।

ব্যাপারটা মুসা আর রবিনও খেয়াল করেছে।

'খাইছে!' অবাক কণ্ঠে বলল মুসা। 'মানুষের পা এমন হয় জানা ছিল না আমার।'

রবিন বলল, 'এর মধ্যেও কোন রহস্য থাকতে পারে।'
'কেমন?' জানতে চাইল কিশোর।
'সত্যিকারের পা না-ও হতে পারে,' বলল রবিন। 'হয়তো আর্টিফিশিয়াল।'
'হতে পারে,' কিশোর সায় দিল। 'ক্রিমিনালদের কাজকারবার বোঝা মুশকিল।'
পায়ে চলা চাপা রাস্তার যেখানে এসে পায়ের ছাপ গায়েব হয়ে গেছে, সেখান থেকে দেড় হাত দূরেই মেইন রোড। তাই আর এগোতে পারবে না তিন গোয়েন্দা। কারণ সুইমসুট পরে মেইন রোডে চলা নিষিদ্ধ।

মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। ঘটনা শুনে মুখ শুকিয়ে উঠল মিসেস ম্যাডোনার। পারেন তো এখনই কিশোরকে রকি বীচে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কিশোর তাঁকে বুঝিয়ে বলল রহস্যের সমাধান না করে সে ক্ষান্ত হবে না।
'তোমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়,' বললেন তিনি। 'কি জবাব দেব আমি মেরির কাছে?'
'কিছুই হবে না,' তাঁকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'এর চেয়েও আরও অনেক বড় বড় বিপদে পড়ার অভ্যেস আছে আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আন্টি।'
'গুলিটা যদি আর তিন ইঞ্চি বাঁয়ে সরে আসত?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। 'কি হত তাহলে?'
'কিশোরের কই মাছের প্রাণ, আন্টি,' ম্যাডোনার ভয় দূর করতে কৌতুক করে বলল মুসা। 'ও মরবে না।'
'কিন্তু এমন কাঁচা কাজ তোমরা কিভাবে করলে আমি বুঝে উঠতে পারছি না,' বললেন তিনি।
'কি কাঁচা কাজ?' বুঝতে না পেরে বলল রবিন।
'বীচে ঘুমানো মোটেই উচিত হয়নি তোমাদের। একেবারে আনাড়ির মত কাজ হয়ে গেছে।'
'সরি, আন্টি,' মাথা দোলাল কিশোর। 'আসলে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'
'এমন কাজ আর কোরো না।'
নীরবে মাথা কাত্ করল তিন গোয়েন্দা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করল কিশোর। ঘটনা জানাল দায়িত্বরত সার্জেন্টকে। সে জানাল পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করার জন্যে এক্ষুনি বীচে লোক পাঠাচ্ছে।
'স্যার,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। 'ওই অস্বাভাবিক ছাপগুলো সত্যিকারের কিনা আমাদের জানাবেন, প্লীজ!'
'ওকে,' জবাব এল ওপাশ থেকে।
রিসিভার রেখে দিল কিশোর।
মিসেস ম্যাডোনা জানালেন, 'ফিয়োনা জনসন খবর পাঠিয়েছেন তোমাদের কালচারাল সোসাইটিতে যেতে হবে। আজ বিশেষ রিহার্সাল আছে। কিন্তু একা

পাঠাতে আমার ভয় করছে। একজন লোক দিয়ে দেব সঙ্গে?'

'লাগবে না, আন্টি,' কিশোর বলল। 'এরপর কেউ আমাদের পেছনে লাগতে এলে তার খবর আছে।'

'সাবধানে যেয়ো, বাবা।'

'আচ্ছা।'

খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। গন্তব্য কালচারাল সোসাইটি।

রিহার্সাল চলল আড়াই ঘণ্টার মত। আজও কিমের পারফরমেন্স দেখে মুগ্ধ হলো তিন গোয়েন্দা। স্টেলাকে যদি এরমধ্যে উদ্ধার করা না যায়, এই ছেলেই যে 'জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার' হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'হুঁ!' আপনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'স্টেলাকে ফিরে আসতেই হবে।'

পরদিন সকালে বীচের সেই আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করার সুন্দর একটা বুদ্ধি খেলে গেল রবিনের মাথায়।

ওর কথামত একে একে শহরের সব জুতোর দোকানে ফোন করতে লাগল কিশোর। এমন অস্বাভাবিক পায়ের কোন খদ্দের আছে কিনা জানতে চাইল। কিন্তু লাভ হলো না। সবাই জানাল এমন কোন খদ্দের নেই তাদের।

'এখন?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মুসা গোয়েন্দা-প্রধানের দিকে।

উত্তরটা যেন তৈরিই করে রেখেছিল কিশোর। বলল, 'এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে নিউপোর্ট বীচে কোন চিরোপডিস্ট আছে কিনা।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এটা আবার কি রে বাবা!'

'পায়ের ডাক্তার।'

'শাবাশ!' বন্ধুর পিঠ চাপড়ানোর জন্যে এগিয়ে এল মুসা। 'দারুণ আইডিয়া!'

ওর হাতের নাগাল থেকে সরে গিয়ে কিশোর ফোনবুকটা তুলে নিল।

'এই শহরে ফুট সার্জন আছে মাত্র একজন,' ওটা ঘেঁটে বলল ও। 'ডক্টর মাসগ্রাভ।'

ডক্টর মাসগ্রাভের চেম্বার।

হাসিখুশি তরুণী রিসিপশনিস্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে মন দিয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। কিশোরদের দেখে ইশারায় বসতে বলল।

একটু পর ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকাল সে।

কিশোর বলল, 'আমরা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সরি!' বলল মেয়েটি। 'আজ আসবেন না উনি।'

'অ,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আচ্ছা, আরেকদিন আসব।' বলে উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও,' বলে উঠল রিসিপশনিস্ট। 'আমি কি কিছু করতে পারি তোমাদের জন্যে?' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি পায়ের অপারেশন করতে পারি না ঠিক, তবে কোন তথ্য যদি তোমরা চাও, হয়তো দিতে পারব। স্যারের নির্দেশ আঠারো

বছরের কম বয়সী কেউ যদি আসে এখানে, তাকে হেল্প করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমি স্যারের নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করি।'

'আমরা যদি আঠারো বছরের বেশি হতাম?' হেসে বলল মুসা।

'তাহলে যেচে সাহায্য করতে চাইতাম না,' জবাবে রিসিপশনিস্টও হাসল।

কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না এই মেয়েকে সব খুলে বললে উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না।

তাই দ্বিধা ঝেড়ে সে বলল, 'বিশেষ এক লোকের ব্যাপারে বিশেষ কিছু তথ্য দরকার আমাদের। লোকটি একবারই এসেছিল আমাদের কাছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'তিনি কি ডক্টর মাসগ্রাভের পেশেন্ট?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'সেটা জানার জন্যেই আমাদের এখানে আসা,' বলল কিশোর।

'আমাদের হাতে অবশ্য একটা ক্লু আছে,' যোগ করল মুসা।

'লোকটির ডান পায়ের আঙুলগুলো অদ্ভুত,' কিশোর বলল। 'তিনটে খুব ছোট, দুটো খুব বড়। ডান পায়ের পাতাটাও বাঁ পায়ের চেয়ে বেশ বড়।'

'বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছ,' তিন গোয়েন্দার কানে মধু বর্ষণ করল তরুণী। 'লোকটি চায়নিজ। তবে নাম মনে পড়ছে না। খুঁজে দেখতে পারি যদি তোমরা চাও। আসলে সমস্যা কোথায় জানো, লোকটি সবসময় নগদ পে করে। তাই তার নামে বিল বানানোর প্রয়োজন হয় না।'

কিশোরের হার্টবিট তিনগুণ বেড়ে গেছে। মুসা আর রবিনেরও একই অবস্থা। উত্তেজিত।

কিশোরকে লক্ষ্য করে যে গুলি ছুঁড়েছিল, সে যে মুকুট চুরি আর স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত সে ব্যাপারে মোটামুটি শিওর তিন গোয়েন্দা। তাকে কি শীঘ্রই পাকড়াও করতে চলেছে ওরা?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কতগুলো ফাইল ঘাঁটল। শেষে বিষণ্ন মুখে বলল, 'নো লাক, সরি!'

কিশোর বলল, 'আপনি বলেছেন লোকটি চায়নিজ। আসুন আমরা চায়নিজ নাম খুঁজে দেখি। প্রথমেই দেখুন জিঙ নামটি পাওয়া যায় কিনা।'

তাই করল সে। মাথা ডান-বাঁ করে বলল, 'নাহ্, নেই। দাঁড়াও। ডাক্তার সাহেবের একটা প্রাইভেট ফাইল আছে। ওটা একটু দেখে আসি।'

বলে উঠে দাঁড়াল সে। ভেতরে চলে গেল। একটু পর ফিরে এল হাসি মুখে। 'তোমার ধারণাই ঠিক। তার নাম ইয়াঙ জিঙ। শুধু নামটাই পেয়েছি। ঠিকানা নেই। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে লোকটা উপশহরের বিরাট এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। স্যার একদিন বলছিলেন বাড়িটা একবার দেখে আসা উচিত। বাড়িটা নাকি চেরিলাইন রোডে, বিলি'স ফিলিং স্টেশন থেকে একটু দূরে। তোমরা গিয়েছ কখনও ওদিকে?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে এখন যেতে হবে।'

রিসিপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ইয়াঙ জিঙের বাড়ির দিকে ছুটে চলল কিশোরদের গাড়ি।

বারো

'আচ্ছা, মাসগ্রাভ সাহেব যদি জানতে পারেন তাঁর রিসিপশনিস্ট তাঁর অজান্তে অচেনা তিন ছেলেকে তাঁর রোগী সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে?' কিশোরকে প্রশ্ন করল রবিন।

'হয়তো চাকরি যাবে তার।'

'ভাল মানুষরাই দুনিয়ায় বেশি কষ্ট পায়,' মুসা বলল।

'ভুল বললে,' কিশোর বলল। 'কষ্ট তারাই বেশি পায় যারা ভাল এবং বোকা।'

চেরিলাইন রোডে এসে পৌঁছেছে কিশোরদের গাড়ি। সী বীচের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'মুসা ডানে নজর রাখো,' বলল কিশোর। 'রবিন বাঁয়ে। মনে রেখো বিলি'স ফিলিং স্টেশন।'

'আচ্ছা,' একযোগে জবাব দিল দুই সহকারী।

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে বিলি'স ফিলিং স্টেশন দেখতে পেল ওরা। ওটা ছেড়ে আরও কিছুটা এগোল।

রাস্তার বাঁয়ে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ি দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। ওটার পোর্চে দুটো পিলারে একটা নেমপ্লেট দেখা যাচ্ছে।

ডানদিকে কোন বাড়িঘর নেই। ওটায় লেখা: শাউ-লাও।

'এটাই মনে হয়,' বলল কিশোর। গাড়ি থামাল ও। 'চলো, ভেতরে যাই।'

ইতস্তত করতে লাগল রবিন। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ভেতরে ঢুকলে বিপদ ঘটতে পারে।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা ফাঁদে পা দিতে চলেছি,' না বলে পারল না রবিন। 'সামনের আরও ক'টা বাড়ির নেমপ্লেট দেখে আসা উচিত।'

'বেশ,' বলে গাড়ি সামনে বাড়াল কিশোর। কিন্তু লাভ হলো না। কোন বাড়িতেই ইয়াঙ জিঙ অথবা চায়নিজ ধরনের কোন নাম দেখতে পেল না ওরা।

আগের বাড়ির সামনে ফিরে এসে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর।

'ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই,' রবিন বলল অনিশ্চিত কণ্ঠে।

'দেখাই যাক না গিয়ে…' কথা শেষ না করে থেমে যেতে বাধ্য হলো কিশোর।

সন্দেহজনক একটা শব্দ কানে এসেছে ওদের।

হেলিকপ্টারের শব্দ। জানালা দিয়ে একযোগে আকাশের দিকে তাকাল তিন কিশোর। ছোট্ট একটা হেলিকপ্টার চোখে পড়ল ওদের। মনে হলো যেন ওদের গাড়ি লক্ষ্য করেই নেমে আসছে।

'পাইলট মনে হয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল কিশোর। পরক্ষণে গাড়ি স্টার্ট দিল ও। চালাতে শুরু করল।

মনে হলো হেলিকপ্টারটাও ওদের অনুসরণ করছে।

'কিশোর!' প্রায় আঁতকে উঠল মুসা। 'পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারায়নি! আমাদের ধাওয়া করছে! জলদি গতি বাড়াও!'

গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। পাইলটের মতিগতি সত্যিই খারাপ। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দার।

'ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে নাকি?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'আমাদেরকে মেরে নিজে কি বাঁচতে পারবে?'

'আসলে সে চায় না অনাহূত কেউ আসুক এখানে,' মুসা বলল। গলা কাঁপছে। 'তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত আমাদের।'

রাস্তা ফাঁকা পেয়ে তীরের গতিতে গাড়ি ছোটাল কিশোর। নিরাপদ দূরত্বে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল ও।

'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি,' বলল কিশোর রহস্যময় কণ্ঠে। 'হেলিকপ্টারটার ওই রহস্যময় বাড়িতে ল্যান্ড করার কথা ছিল। আমাদেরকে দেখে ক্ষেপে যায় পাইলট। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর ফন্দি আঁটে।'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'যাবে নাকি আরেকবার? এতক্ষণে নিশ্চই ল্যান্ড করেছে ব্যাটা।'

'যাব,' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল কিশোর।

রবিনের ইচ্ছে করছে না। তবু মুখে কিছু বলল না।

বাড়িটার কাছে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। নেমে এল তিনজন গাড়ি থেকে।

বাড়ির সামনে চমৎকার একটা ফুলের বাগান। বাগানে বিচিত্র সব ফুলের বাহার।

তিন গোয়েন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সামান্য উত্তরে ড্রাইভওয়ে শুরু হয়ে পোর্চে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কিশোরদের আক্রমণকারী ছোট্ট হেলিকপ্টারটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চায়,' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'তাই আমাদের আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

কিশোর বলল, 'এমন কিছু করছে ওরা, যা বাইরের মানুষ জানলে ওদের অসুবিধে হবে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'ইয়াঙ জিঙকে আমরা পেয়ে গেছি।'

ভেতরে ঢুকবে কিনা এ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। অনুসন্ধান না করেও ফিরে যেতে মন চাইছে না। এতদূর এসে কিছু না জেনে ফিরে যাওয়াটা ওদের ধাতে নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, ডোরবেল বাজাবে।

'যে-ই আসুক,' বলল গোয়েন্দা প্রধান। 'আমরা সরাসরি বলব মিস্টার জিঙের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। পরে কি হবে জানি না, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছি না।'

'ওরা যদি জানতে চায় আমরা কিভাবে জিঙের ঠিকানা পেলাম, তখন?' রবিনের প্রশ্ন।

'তখন বলব আমরা ডক্টর মাসগ্রাভের কাছ থেকে এসেছি,' জবাব দিল কিশোর।

'ইয়াল্লা!' আইডিয়াটা পছন্দ হলো না মুসার। 'বাচাল রিসিপশনিস্টের কারণে বিপদে পড়বেন মাসগ্রাভ। কাজটা কি ঠিক হবে?'

'এই মুহূর্তে এত চিন্তা করার সময় নেই,' কিশোর বলল। 'পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

রহস্যময় বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। একটু এগোতেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল ওরা। এবং কয়েক মুহূর্ত পর দেখল একটা ভয়ঙ্কর অ্যালসেশিয়ান ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'জলদি গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ো!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল কিশোর। নিজেও ছুটল গাড়ির দিকে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ির কাছে পৌছল ওরা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। জানালার কাঁচ তোলাই ছিল।

পর মুহূর্তে পৌছে গেল অ্যালসেশিয়ানটা। জানালায় সামনের দুই পা তুলে দিয়ে গর্জন করতে লাগল বাঘের মত। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে তীব্র আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ছে।

স্টার্ট দিল কিশোর। কুকুরটা জায়গা থেকে সরল না। কিন্তু কিশোর ওটাকে আঘাত করতে চায় না। তাই আস্তে আস্তে গাড়িটা পেছনে সরিয়ে নিতে লাগল। অনাহূত অতিথিরা চলে যাচ্ছে—বোধহয় বুঝতে পেরেছে সারমেয়টা। সরে গেল।

'যাক!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাঁচা গেল!'

নিরাপদ দূরত্বে এসে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল কিশোর। ঘুরে তাকাল বাড়িটার দিকে। কুকুরটা এখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভেতর থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে না দেখে হতাশ হলো ও। কুকুরটার ওপর বাড়ির মালিকের আস্থা আছে, বুঝল ছেলেরা। অথবা এত ব্যস্ত তারা কুকুরের ডাক কানে যায়নি।

না আসুক, ভাবল কিশোর মনে মনে। আজকের মত নিউপোর্ট বীচে ফিরে যাওয়াই ভাল।

গাড়ি ছোটাল কিশোর।

'মুকুটচোর এই বাড়িতেই থাকে,' বলল রবিন।

'সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ঘণ্টাখানেক আগেও আমার মনে হচ্ছিল রহস্যের সমাধান বুঝি হয়েই গেল।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কিন্তু রহস্য আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে।'

মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। ডেস্ক অতিক্রম করে যাওয়ার সময় একটা চিঠি পেল ওরা কর্মরত ক্লার্কের কাছ থেকে।

কিশোর, রবিন, মুসা
তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে নিউপোর্ট বীচে চলে এলাম।
ববি লোপেজ

অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। ববির জানার কথা নয় ওরা এখন নিউপোর্ট বীচে আছে।

নিশ্চয় ম্যাডোনা আন্টি খবর দিয়েছেন ধারণা করল কিশোর। খবর পেয়েই পড়াশুনো রেখে চলে এসেছে সে? আশ্চর্য!

'ববি ভাই এখন মোটেলে নেই, ঠিক?' ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল কিশোর।

'না। বীচে গেছে। বলে গেছে বেশি দেরি করবে না।'

ববির সঙ্গে দেখা না করে বাইরে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে টিভি দেখতে বসল তিন গোয়েন্দা।

ববি লোপেজ ফিরল প্রায় দেড় ঘণ্টা পর। কিশোররা জানতে পারল ববির ভার্সিটি দু'দিনের জন্যে বন্ধ। কিশোরদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে।

'এসে ভালই করেছেন,' কিশোর বলল। 'জটিল এক রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা। আপনি হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'কি রহস্য?'

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলে গেল কিশোর।

'তোমাদের হেল্প করতে পারলে দারুণ হত,' বলল সে। 'আমিও বিখ্যাত হয়ে যেতাম। কিন্তু পারব না মনে হয়, একদিন পরই ফিরে যেতে হবে আমাকে,' তারপর যোগ করল, 'তবে রহস্যটা সত্যিই জটিল।'

'আজ পর্যন্ত কোন কেসে ব্যর্থ হইনি, ববি ভাই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আশা করছি এবারও হব না।'

'বেশ,' মাথা দোলাল ববি। 'আমি ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকব। তোমরা বাইরে লুকিয়ে থাকবে। অবস্থা বেগতিক দেখলে...'

'আমরাও ভেতরে ঢুকে পড়ব,' ববির কথা কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। 'এই তো?'

'না। পুলিশে খবর দেবে। ওরা আমাকে আটকালে বরং খুশিই হব। পুলিশকে ওদের গন্ধ শুঁকিয়ে দেয়া যাবে। ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু পুলিশের আগে আমরাই এই রহস্য ভেদ করতে চাই,' কিশোর বলল।

'পারবে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু আপনি জিঙের সঙ্গে কোন অছিলায় দেখা করতে যাবেন?'

'এক কাজ করা যেতে পারে,' বলল কিশোর। 'ববি ভাই, চীনে থাকেন। সবে ফিরেছেন। এপথে যাওয়ার সময় নেমপ্লেট দেখে বুঝতে পেরেছেন এই বাড়ির মালিক চীনা। তাই তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আপনি আগ্রহী।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' বলল ববি।

'ধরা যাক আপনি ভেতরে ঢুকতে পেরেছেন,' ববির দিকে তাকাল মুসা। 'তারপর?'

'আপনার প্রথম কাজ হবে কৌশলে ফিনিক্সের সন্ধান করা,' জবাব দিল কিশোর। 'যদি ফিনিক্স দেখতে না পান তাহলে আশে পাশে যেসব শিল্পকর্ম দেখতে পাবেন সেগুলো নিয়েই কথা বলতে শুরু করবেন। যদি এর মধ্যে সে

আপনাকে সন্দেহ করতে শুরু করে. তাহলে আপনি তাকে প্রফেসর জিঙ সম্বোধন করতে শুরু করবেন। বুঝিয়ে দেবেন আপনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন...'

কিশোরকে বাধা দিল ববি, 'হিসেব মিলল না। ভুলে যাচ্ছ কেন, চীনা নাম দেখে কৌতূহলী হয়ে আমি তার বাড়িতে ঢুকেছি। পরে যদি আবার বলি প্রফেসর জিঙ মনে করে ভুল জায়গায় ঢুকেছি—ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'এটুকু রিস্ক নিতে হবে। প্রথমেই যদি আপনি তাকে প্রফেসর জিঙ সম্বোধন করেন তাহলে আপনি ভুল জায়গায় চলে এসেছেন বলে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আপনাকে তাড়িয়ে দেবে ওরা। তাকে তখনই প্রফেসর সম্বোধন করবেন যদি সে আপনাকে সন্দেহ করে।'

'কাজটা রিস্কি,' ববি বলল। 'তবু করব।'

পরদিন সকাল দশটা।

শাউ-লাওতে পৌঁছল কিশোরদের গাড়ি। ঝোপের সামনে থেমে দাঁড়াল ওটা। গাড়ি থেকে নামার আগে কিশোর বলল, 'ববি ভাই, ফিনিক্সটা হয়তো একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওটায় কোন ওপেনিং আছে কিনা খেয়াল করবেন।'

'আই উইল ডু মাই বেস্ট।'

'থ্যাঙ্কস।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল। গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়িটার পোর্চের সামনে চলে এল ববি।

ঝোপের আড়ালে পনেরো মিনিটের মত ঘাপটি মেরে বসে রইল ছেলেরা।

একসময় বেরিয়ে এল ববি লোপেজ। গাড়িটা এসে থামল ঝোপের সামনে। উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ছুটল ওটা নিউপোর্ট বীচের দিকে।

'কি খবর?' সাগ্রহে জানতে চাইল কিশোর।

'ভাল,' মাথা দোলাল ববি। 'লিভিং রুমের পেছনের অফিসে আছে ফিনিক্সটা। তোমার কথামত কাঠের স্ট্যান্ডের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কথার ফাঁকে আমি তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করেছি কোন ওপেনিং আছে কিনা। নেই।'

হতাশ হলো তিন গোয়েন্দা।

'অগোচরে আমি স্ট্যান্ড থেকে তুলে ভেতরটাও দেখেছি। ফাঁপা। কিছু নেই ভেতরে।'

'আচ্ছা!' বলল মুসা।

'স্ট্যান্ডের ভেতরটা দেখেছেন?' কিশোর বলল। 'ওটাও ফাঁপা হতে পারে এবং...'

'এই যাহ্!' কিশোরের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ববি। 'ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি!'

'আরেকবার তাহলে যেতে হচ্ছে আমাদের,' মুসা বলল। 'এবার আমরাও ঢুকব।'

'ওকে,' ববি বলল। 'লাঞ্চের পর তোমরা রেডি থেকো। লোকটা কিন্তু আমার

সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে,' ববি বলল। 'প্রফেসর সম্বোধন করার প্রয়োজন পড়েনি। আমি চীনে থাকি শুনে খুব খুশি হয় সে। কপাল ভাল একবার সত্যি চীনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাই যা জানতে চেয়েছে বলতে পেরেছি। নইলে হয়তো ধরা খেয়ে যেতাম।'

'গুড,' বলল কিশোর।

তেরো

লাঞ্চের পর কিশোররা মোটেল থেকে বেরোতে যাবার মুহূর্তে এসে হাজির হলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে।

'খবর আছে কোন?' শুধালেন তিনি তিন গোয়েন্দাকে।

'এখনও নেই,' বলল কিশোর। 'তবে আপনার মুকুট হয়তো আমরা শীঘ্রই উদ্ধার করতে চলেছি।'

'তোমরা পারবে,' ফিয়োনা বললেন। 'আর স্টেলার ব্যাপারটা?'

'ওকেও হয়তো উদ্ধার করতে পারব খুব তাড়াতাড়ি,' বলল রবিন।

'আপনার মুকুটচোরকে পাকড়াও করতে পারলে স্টেলাকেও উদ্ধার করতে পারব,' বলল কিশোর। 'কারণ ঘটনা দুটো একই সূত্রে গাঁথা।'

'গুড।'

ববির সঙ্গে মিসেস ফিয়োনার পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আর মাত্র দু'দিন বাকি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ফিয়োনা। 'অথচ আসল মুকুটটা আমার হাতে নেই। বুঝতে পারছি না কি হবে। এর মধ্যে স্টেলাকে পাওয়া না গেলেও মুশকিল। পাবলিক ওর নিখোঁজ হবার দায় চাপাবে কালচারাল সোসাইটির ওপর। অভিযোগটা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেই সে এসেছে নিউপোর্ট বীচে। লোকে বলবে অনুষ্ঠান করার ক্ষমতা আছে সোসাইটির অথচ প্রতিযোগীদের নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা নেই। এই অপবাদ মেনে নেয়া যায়?'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, ম্যাম,' বলল কিশোর। 'আপনার মুকুট আর স্টেলাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।'

'থ্যাঙ্কস আ লট!' হাসার চেষ্টা করলেন মিসেস ফিয়োনা। 'তবে যা-ই করো, সাবধানে কোরো। জীবনের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

বিদায় নিলেন মিসেস ফিয়োনা।

কিশোরদের গাড়ি আবার ছুটে চলল শাউ-লাও'র দিকে।

কুকুরটাকে দেখা গেল না এবার। কিশোরদের ভেতরে ঢুকতে কোন সমস্যা হলো না। তবে ইয়াঙ জিঙকে তেমন একটা আন্তরিকও মনে হলো না।

'আপনার ফিনিক্সটা দেখে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছি,' হেসে বলল ববি। 'আমার বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'দুঃখিত,' মুখ খুলল জিঙ। 'ওটা নেই। বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।'
'অ্যা!' বিষম খেল ববি। 'বলেন কি! এরই মধ্যে! অত সুন্দর জিনিসটা...!'
হতাশ হয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। তীরে এসে এভাবে তরী ডুববে কল্পনা করতে পারেনি ওরা।
'যিনি ওটা কিনেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?' জানতে চাইল ববি।
'না।'
'কেন?'
'ক্রেতার নাম বলা যাবে না, নিষেধ আছে।'
বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে জিঙ। বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা এখন বিদায় নিলে খুশি হয়।
এবার সরাসরি তাকে আঘাত করল কিশোর। 'সুইঙ নামের একটা ছেলে আপনাদের সঙ্গে কাজ করত। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ক'দিন ধরে। ছেলের শোকে বাবা-মা পাগল-প্রায়। আপনারা বলতে পারেন সে কোথায় থাকতে পারে?'
'তাই নাকি?' যেন অবাক হয়েছে এমন ভান করল সে। 'জানি না তো! বেশ কিছুদিন থেকে তার সঙ্গে আমাদের দেখা নেই।'
সদর দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়াল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জিঙের দিকে। বলল, 'আমার মনে হয় আপনি কোরিয়ান, ঠিক?'
একটু যেন চমকে উঠল জিঙ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক। জন্মসূত্রে কোরিয়ান, চীনেই বড় হয়েছি। কিভাবে বুঝলে তুমি?'
কিছু না বলে হাসল কিশোর। বেরিয়ে এল শাউ-লাও থেকে।

মোটেলে ফেরার সময় রবিন বলল, 'কিভাবে বুঝলে জিঙ কোরিয়ান?'
'কিমের পারফরমেন্স দেখার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন চায় না স্টেলা "জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার" অ্যাওয়ার্ড জিতুক। সে-ই হয়তো স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটি অবশ্যই কোরিয়ান, যেহেতু কিমও কোরিয়ান।'

চোদ্দ

ওরা মোটেলে ফিরতেই মিসেস ম্যাডোনা এগিয়ে এলেন। কি হলো জানতে চাইলেন।
হতাশ কণ্ঠে মুসা বলল, 'তীরে এসে তরী ডুবল মনে হয়!'
'ব্যাটা ফিনিক্সটা সরিয়ে ফেলেছে!' রবিন বলল।
কিশোর কিছু না বলে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। কি যেন ভাবছে আনমনে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স। ক্যাপ্টেনের রুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। নিউপোর্ট বীচে

আসার পরপরই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তিন গোয়েন্দার। ওরা শখের গোয়েন্দা শুনে খুশি হয়েছেন তিনি। বলেছেন কোন দরকার পড়লে ওরা যেন তাঁর কাছে আসতে ইতস্তত না করে।

আজ দরকার পড়েছে। তাই তাঁর মুখোমুখি এখন তিন গোয়েন্দা।

'কি খবর?' ওদের দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন তিনি।

'মোটামুটি,' জবাব দিল কিশোর। 'আচ্ছা, স্যার, এই এলাকায় কোন কোরিয়ান থাকে?'

'হ্যাঁ। দুটো কোরিয়ান পরিবার আছে এখানে। শী লিজ আর লিয়ান ভিজ।'

'কোথায় থাকে ওরা?'

'নিউপোর্ট বীচের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। ওরা ভাল বলেই জানে কর্তৃপক্ষ।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

বিকেল হয়ে গেছে। কালচারাল সোসাইটির রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে চলল ছেলেরা।

জায়গামতই পাওয়া গেল কিমকে। কোরিয়ান কারও সঙ্গে ওর পরিচয় আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

দুটো পরিবারের সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে বলে জানাল কিম। 'এই দুই পরিবারের একটির বদৌলতেই আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলেছি।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল গোয়েন্দা-প্রধান।

'লিয়ান ভিজদের খুব পছন্দ আমার,' বলল কিম। 'তাঁরা আমার বাবা মাকে রাজি না করালে আমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারতাম না।'

'অন্যটি?' রবিন প্রশ্ন করল।

'শী লিজদের একদম দেখতে পারি না আমি,' নিঃসঙ্কোচে বলল কিম। 'ভীষণ সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ ওরা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল কিশোরের। 'তাই নাকি?'

'আমেরিকায় থেকে প্রচুর টাকা কামিয়ে কোটিপতি হয়েছে ওরা,' মাথা দুলিয়ে বলল কিম। 'অথচ আমেরিকা দেশটাকে দেখতে পারে না ওরা। কোরিয়া ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

কিমের কথায় উত্তেজনা বেড়ে গেল তিন গোয়েন্দার।

পনেরো

মোটেলে ফিরতে না ফিরতেই প্রফেসর জিঙের ফোন এল। কণ্ঠ শুনে বেশ উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে।

'কিশোর!' বললেন তিনি। 'তোমার বন্ধুদের নিয়ে জলদি আমার বাসায় চলে এসো। আমার কাছে ফোনে একটা মেসেজ এসেছে। আমার ধারণা ওটা তোমাদের তদন্ত সংশ্লিষ্ট। এক ঘণ্টা পর লোকটি আবার ফোন করবে। সম্ভব হলে তার আগেই চলে এসো তোমরা।'

'আমরা এক্ষুনি আসছি, স্যার।'

প্রফেসর জিঙের ড্রইং রুম। 'এক লোক একটু আগে ফোন করেছিল আমার কাছে,' শুরু করলেন প্রফেসর। বলল, ' "আমি ক্যাপ্টেন বলছি। অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে আপনার আদেশ"। লোকটা আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিল।'

একটু থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'লাইন কেটে দেয়ার আগে সে বলেছে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার রিপোর্ট করবে।'

প্রফেসরের সন্দেহ কিশোররা যে ইয়াঙ জিঙকে খুঁজছে লোকটির উদ্দেশ্য মেসেজটা তাকে দেয়া। বিরাট বড় ভুল করে ফেলেছে সে।

'কিন্তু এত বড় ভুল কিভাবে করল সে?' কিশোর জানতে চাইল।

'ক্রিমিনাল ইয়াঙ জিঙের নম্বর টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নেই,' বললেন প্রফেসর। 'এই কথাটা হয়তো জানে না সে। ডিরেক্টরিতে আমার নম্বর পেয়ে আমাকেই ক্রিমিনাল মনে করেছে।'

ঠিক একঘণ্টার মাথায় ফোন বেজে উঠল আবার।

কাঁপা হাতে রিসিভার তুললেন মিস্টার জিঙ। এবারও ক্যাপ্টেন বলে নিজের পরিচয় দিল লোকটি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'সুইঙ আর মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিয়েছি সাগরে। ওরা এখন তীর থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরে,' হাসল লোকটা। 'পানি কিংবা খাবার কিছুই নেই ওদের সঙ্গে।' পর মুহূর্তে লাইন কেটে দিল সে।

ঘটনা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সাগর তীর থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরে আছে সুইঙ আর স্টেলা!

'স্যার!' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'খবরটা এখনই কোস্টগার্ডদের জানিয়ে দিন।'

ঝড়ের বেগে মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রিয়া মর্টন আর তার বন্ধু রিক বেনসনকে ডেকে পাঠাল কিশোর। মিসেস ম্যাডোনা এলেন ওদের রুমে। ঘটনা শুনে বললেন, 'স্টেলার বাবা মাকে ঘটনাটা জানানো দরকার।'

'আপনি তাই করুন, আন্টি,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমরা ওদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি।'

'আমি জানি তোমাকে বাধা দিয়ে কাজ হবে না,' বললেন মিসেস ম্যাডোনা। 'যা-ই করো, সাবধান থেকো।'

রিয়া আর রিককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

ডকে পৌঁছে একটা ফাস্টফুডের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। কিছু খাবার আর পানি কিনে নিয়ে ফিরে এসে দেখে এর মধ্যে রবিন একটা কেবিন ক্রুজ ভাড়া করে ফেলেছে। উঠে পড়ল দলটা।

'কোনদিকে যাব?' প্রশ্ন করল কিশোর হুইলে বসে।

'ব্যাপারটা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত ছিল,' জবাব দিল মুসা।

'আমাদের হাতে আটটা চয়েস আছে,' রবিন বলল। 'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম...'

'বুঝেছি,' ওকে থামিয়ে দিল কিশোর। একটু ভেবে আবার বলল, 'আমার ধারণা স্টেলা আর সুইঙকে ইঞ্জিনবিহীন বোটে তুলে দেয়া হয়েছে। বাতাস ওদের যেদিকে টেনে নিয়ে গেছে, সেদিকেই গেছে ওরা।'

'ঠিক!' একযোগে একমত হলো রবিন আর মুসা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কিশোর। ক্রুজার ছুটল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই ভাবছে অপহৃত স্টেলা ও সুইঙের কথা। পারবে ওরা সময়মত ওদের উদ্ধার করতে?

ষোলো

'আচ্ছা!' হঠাৎ বলে উঠল রিয়া। 'জিঙ ধোঁকা দেয়নি তো আমাদের?'

'ইয়াল্লা!' আঁৎকে উঠল মুসা। 'এই চিন্তা তো মাথায় আসেনি আমাদের!'

'ওসব নিয়ে এখন ভেবে আর লাভ নেই,' পাত্তা দিল না কিশোর। 'স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করার চিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় এনো না এখন।'

বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল কিশোর। 'ঝড় উঠবে!' বলল সে রুদ্ধশ্বাসে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয়ে জমে গেল সবাই। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে পুব দিক।

'শিগ্‌গির ক্রুজার ঘুরিয়ে দাও!' ভীত কণ্ঠে বলল রিক।

'ভয় পেয়ো না, রিক,' বলল কিশোর। 'আমরা ফিরে গেলে স্টেলা আর সুইঙের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখো একবার।'

'গতি বাড়ানো যায় না?' কিশোরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মুসা।

'চেষ্টা করে দেখি,' এক্সিলারেটরে চাপ বাড়াতে শুরু করল কিশোর।

ক্রুজারের রেডিয়ো অন করে দিল রিয়া।

ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার পর উপস্থাপক জানাল, সাগরে একজোড়া ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে। কোন বোট ওদের উদ্ধার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়।

তিন গোয়েন্দা বুঝতে পারল কোস্টগার্ডরা প্রফেসর জিঙের কাছ থেকে সুইঙ আর স্টেলার খবরটা পেয়ে গেছে।

'স্টেলা আর সুইঙের নাম বলল না কেন উপস্থাপক?' প্রশ্ন করল রিক।

'ওদের নিরাপত্তার খাতিরে,' জবাব দিল কিশোর। 'পুলিশ চায় না ভিলেনরা সচেতন হয়ে যাক।'

কেবিনে ঢুকে বিনকিউলার খুঁজতে লাগল রিয়া। ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে একটার জায়গায় দুটো পেয়ে গেল। বেরিয়ে এসে একটা দিল মুসাকে। একটা রবিনকে।

বিনকিউলারের ভেতর দিয়ে সামনে তাকাল মুসা আর রবিন: খুশি হওয়ার

মত কিছু চোখে পড়ল না।
আকাশের অবস্থা সুবিধের নয়। এক কোণে নিস্তেজ সূর্য হাসছে অন্যদিকে মেঘের পাহাড়। সাগরের বুক চিরে ছুটছে ক্রুজার।
বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে এর মধ্যে। বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আঁধার ঘনিয়ে এল। কেবিনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে রিয়া আর রিক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে কাঠ। মুসা আর রবিনের অনুসন্ধানী চোখ বিনকিউলারের ভেতর দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্টেলা আর সুইঙকে।
থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ওই তো! একটা বোট! কেবিন নেই!'
'কোন দিকে?' কিশোর জানতে চাইল।
'পুব দিকে!'
ওদিকে ক্রুজার ঘুরিয়ে দিল কিশোর। ঝাঁকি খেল ক্রুজার। জায়গা নিয়ে ঘুরতে লাগল ধীরে ধীরে।
আবছা আঁধারে সামনে একটা বোটের ছায়া দেখতে পেল ওরা। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুলছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। আরও কাছে এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল বোটটা খালি।
'ঢেউয়ের তোড়ে পানিতে ছিটকে পড়ে গেছে ওরা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রবিন।
'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এখন?'
'বোটের চারপাশটা খুঁজতে হবে,' জবাব দিল কিশোর।
কেবিনের ভেতর থেকে দুটো টর্চ নিয়ে এল রিয়া। আলো ফেলে খুঁজতে লাগল। কিশোর ক্রুজারের আলো ফেলেছে বোটটার ওপর। ফলে বোট ও ওটার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণের কোন সাড়া নেই আশেপাশে।
'স্টেলা-আ-আ…! সু-উ-উ-ইঙ…!' একযোগে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল রিয়া ও রিক।
লাভ হলো না। কোন সাড়া নেই। কানে আসছে শুধু বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দ।
'ওটা কি!' কিছু একটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রিক।
একযোগে টর্চের আলো ফেলল মুসা আর রবিন।
একমুহূর্তের জন্যে একটা হাত দেখতে পেল ওরা। পানি থেকে জেগে উঠেই পর মুহূর্তে তলিয়ে গেল।
'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ক্রুজার ডানে ঘুরিয়ে দাও!'
তাই করতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল কিশোর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বেশি কাছে নেয়া যাবে না। ক্রুজারের ধাক্কায় আহত হতে পারে মানুষটা।'
'যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে তাকে!' ভীত কণ্ঠে বলল রিয়া।
যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে আসা হলো ক্রুজার।
'সাঁতরে গিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করে আনতে হবে,' বলল কিশোর। 'আর এগোনো যাবে না!'

ঝাঁপ দিল মুসা আর রবিন। রিয়া আর রিকও নামতে যাচ্ছিল। বাধা দিল কিশোর। 'তোমরা নেমো না!'

'দু'জনের পক্ষে কাজটা কঠিন,' বলল রিয়া। 'তাহলে তুমি নামো, কিশোর।'

'ক্রুজার সামলাবে কে? তোমরা পারবে?'

'না! আমাদের নামতে দাও, প্লীজ! আমরা ভাল সাঁতার জানি। ঝড় থেমে গেছে। কোন অসুবিধে হবে না।'

এতক্ষণে কিশোর খেয়াল করল ঝড় সত্যি থেমে গেছে। আর আপত্তি করল না ও।

ডুবু ডুবু মানুষটার কাছে পৌঁছল চার কিশোর-কিশোরী। ধরাধরি করে টেনে নিয়ে সাঁতরে চলল ক্রুজারের দিকে।

কিশোর ওপর থেকে ক্রুজারে আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল দৃশ্যটা। যাকে নিয়ে বোটের দিকে সাঁতরে আসছে মুসারা, তার বয়স খুব বেশি নয় আন্দাজ করল কিশোর। তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না।

যুবকটিকে ক্রুজারের ডেকের কাছে নিয়ে এল ওরা। কিশোর হুইল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল। 'মুসা, তুমি ওপরে উঠে আমাকে হেল্প করো,' বলল কিশোর।

তাই করল মুসা। নিচ থেকে তিনজনের ঠেলা আর ওপর থেকে কিশোর-মুসার টানে শীঘ্রি ক্রুজারে উঠে এল যুবকের প্রায় অসাড় দেহ।

'আমি সুইঙ!' বলল সে কোনমতে। 'স্টেলাকে বাঁচাও!'

'কোথায় সে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

সুইঙ কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'বোট থেকে পড়ে যাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমরা।'

এর মধ্যে ওপরে উঠে এসেছে বাকি তিনজন।

রবিন আর মুসা টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগল চারপাশে। কিশোর খালি বোটটাকে ঘিরে ক্রুজার চালাতে লাগল ধীরে ধীরে।

'বেঁচে থাকলে নিশ্চই আমাদের দেখতে পাবে স্টেলা,' বলল রিক। 'আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে তাহলে।'

স্টেলার নাম ধরে ডাকতে লাগল রিয়া ও রিক।

একটু পরই একটা হাত নজরে পড়ল রবিনের। 'ওই তো!' চেঁচিয়ে উঠল ও। মুহূর্তের জন্যে ওপরে উঠে পানিতে আছড়ে পড়ল হাতটা।

সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা, রবিন, রিয়া ও রিক।

'বেঁচে আছে!' স্টেলার কাছে পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠল রিয়া।

সতেরো

স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করে নিয়ে সীগালে ফিরে এসেছে কিশোররা। এর

মধ্যে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে স্টেলা আর সুইঙ।

'স্টেলাকে কিডন্যাপ করেছিলে কেন?' সুইঙকে প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমি কিডন্যাপ করিনি,' জবাব দিল সুইঙ। 'কিডন্যাপারদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যা, কিশোর,' মুখ খুলল স্টেলা। 'সুইঙ আমাকে কিডন্যাপ করেনি। ভয়ঙ্কর ওই লোকগুলো আমাদের দু'জনকেই সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার পর বুঝতে পারি আসলে সুইঙের কোন দোষ নেই। সে বরং ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।'

মুসা বলল, 'মোটেলে ফ্লাওয়ার ভাসে তোমার রেখে যাওয়া চিরকুটটা আমরা পাই। ওটা দেখেই...'

'ওটা সুইঙই লিখেছিল,' মুসার কথা কেড়ে নিয়ে বলল স্টেলা। 'কিন্তু ওর কোন দোষ নেই। আচ্ছা, আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে জানলে কি করে তোমরা?'

প্রফেসর জিঙের কাছে জনৈক ক্যাপ্টেনের দেয়া মেসেজের কথা ওদের জানাল কিশোর।

'ওহ্! স্বয়ং ঈশ্বর বাঁচিয়েছে আমাদের,' শুকনো কণ্ঠে বলল স্টেলা।

সুইঙ বলল, 'তোমরা না থাকলে এতক্ষণে সলিল সমাধি হত আমাদের।'

ঠিক হলো আপাতত স্টেলা আর সুইঙ সীগালে অবস্থান করবে।

সুইঙ ও স্টেলার বাবা-মা আর মিসেস ফিয়োনাকে খবর দেয়া হলো স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লেন সবাই।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে কেঁদে ফেললেন মিস্টার ও মিসেস গর্ডন।

সুইঙের গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলেন ওর মা। চোখে পানি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সুইঙ।

'চুপ করে আছিস কেন?' বললেন ওর বাবা। 'কথা বল। খুলে বল সব।'

'আমি মাঝে-মধ্যে জিঙের এটা ওটা করে দিতাম,' শুরু করল সুইঙ। 'কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারিনি সে খারাপ মানুষ। যখন বুঝতে পারলাম তখন আর সরে আসার উপায় ছিল না। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত তাহলে। এক সময় বুঝতে পারলাম মিসেস ফিয়োনার মুকুটটা সেই চুরি করেছে।

'একদিন আড়ি পেতে আমি ওদের কথা শুনি। জানতে পারি সীগালের এক পোর্টারের কাছ থেকে ওরা শুনেছে কিশোর, মুসা আর রবিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিচারক নির্বাচিত হয়েছে। সেই পোর্টারের কাছ থেকেই ওরা জানতে পারে তোমরা শখের গোয়েন্দা। তোমাদের ওপর নজর রাখতে শুরু করে সে।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব,' বলে চলেছে সুইঙ। 'তবে বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু কিভাবে?

'কালচারাল সোসাইটিতে গিয়ে একে-ওকে দেয়ার নাম করে বেশ কিছু নিমন্ত্রণপত্র জোগাড় করলাম। তারপরের ঘটনা তোমরা জানো।'

'আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতে তুমি,' কিশোর বলল।

'চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি,' জবাব দিল সে। 'জিঙের লোকেরা নজর রাখছিল আমার ওপর। সারাক্ষণ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।'

'ফোন করতে পারতে,' মুসা বলল।

'চেষ্টা করেছি। পারিনি। বাসায় একমাত্র টেলিফোন সেটটা বাবার ঘরে। বাইরে থেকে করার উপায় ছিল না জিঙের লোকদের ভয়ে। তাছাড়া জিঙের কোন না কোন কাজে আমাকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হত।

'যাহোক, একদিন আবার আড়ি পেতে শুনলাম ওদের কথা। জানলাম স্টেলাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেবে না ওরা। প্রথমে ভয় দেখাবে। প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে বলবে। কাজ না হলে দরকার হলে কিডন্যাপ করবে। এবার আর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হলো না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি ছুটলাম ওকে সাবধান করতে। মেসেজ পাঠালাম ওকে। স্টেলা আমার মেসেজ পেয়ে পার্কিঙ লটে আমার গাড়ির কাছে এল। কিন্তু সেই সময় জিঙের লোকদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম আমরা। আমাদের নাকে রুমাল ঠেসে ধরল তারা। জ্ঞান হারালাম আমরা। যখন ফিরল বুঝতে পারলাম ছোট্ট একটা রুমে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমরা বন্দি। পরে বুঝতে পেরেছি শাউ-লাওয়ের দোতলায় এক রুমে বন্দি ছিলাম।'

'কি সাংঘাতিক!' বিড়বিড় করে বললেন মিসেস ফিয়োনা।

'সকালে আর রাতে একটা করে রুটি দিত খেতে,' বলে চলেছে সুইঙ। 'খাইয়ে আবার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চলে যেত। দিনে একবার মাত্র আমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিত কিছু সময়ের জন্যে। আমরা ওইটুকু সময় বন্ধ ঘরের মধ্যেই হাঁটাচলা করে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতাম।

'কিশোর, তোমরা যখন শাউ-লাওতে গেলে তখন ভড়কে গেল জিঙ। তোমরা পুলিশে খবর দিলে ব্যাটার বারোটা বেজে যাবে বুঝতে দেরি হলো না তার। কারণ তখনও আমরা শাউ-লাওয়ের এক ঘরে বন্দি। তাই সে আমাদের অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তখন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি ওরা আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু স্টেলা আশাবাদী ছিল। ও জানাল মোটেলে আমার চিরকুটটা এই আশায় বুদ্ধি করে রেখে এসেছে বিপদে পড়লে যেন তোমরা উদ্ধার করতে পার। ও যদি ওটা রেখে না আসত তাহলে এতক্ষণে আমাদের সলিল সমাধি হয়ে যেত।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুইঙের কথা শুনছিল সবাই।

সে থামতে কিশোর জানাল, 'জিঙের বাড়ি থেকে স্ট্যান্ডসহ ফিনিক্সটা উধাও হয়ে গেছে।'

'ওটা খুঁজে বের করতে না পারলে মুকুটটা পাওয়া যাবে না,' সুইঙ বলল। 'ওরা বলাবলি করছিল যেখানে ফিনিক্স সেখানেই মুকুট। কাজেই মুকুট উদ্ধার করতে হলে ওটা খুঁজে পেতেই হবে।'

ঘণ্টাখানেক পর খবর এল মিস্টার গর্ডনের ইনফরমেশন পেয়ে জিঙকে সদলবলে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ফিনিক্স সম্পর্কে কোন তথ্য যোগাড়

করা সম্ভব হয়নি। এব্যাপারে মুখ খুলছে না জিঙ।

রাতে খাওয়া সেরে সবে নিজেদের ঘরে এসে বসেছে কিশোর, মুসা আর রবিন। এমন সময় মিসেস ফিয়োনার ফোন এল।

'তোমাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানানোর জন্যে ফোন করেছি,' ওপাশ থেকে বললেন তিনি।

'দরকার ছিল না, ম্যাম,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'একটা টেনশন থেকে তোমরা আমাকে মুক্তি দিয়েছ।'

'অন্য টেনশন থেকেও শিগ্‌গির মুক্তি পাবেন,' হেসে বলল কিশোর। 'অনুষ্ঠানের আগেই আমরা আপনার মুকুট উদ্ধারের যতটা সম্ভব চেষ্টা চালাব।'

'থ্যাঙ্কস, তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে।'

টেলিফোন রেখে দিলেন ফিয়োনা।

'কোথায় খুঁজবে মুকুট?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আমার মনে হয় জিঙ ও তার লোকেরা শী লিজের হয়ে কাজ করছে,' বলল কিশোর।

'ওই লোকটার কথা বলছ যাকে অপছন্দ করে কিম?' মুসা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিম বলছিল লোকটা গোঁড়া দেশপ্রেমী। সে নিশ্চই চাইবে না স্টেলা তার দেশের ছেলে কিমকে হারিয়ে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার শিরোপা জিতুক।'

'ঠিক,' সায় দিল রবিন।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'চলো।'

বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে অন্ধকার। মিসেস ম্যাডোনার গাড়িতে চেপে বসল।

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল গাড়ি।

'রবিন, তুমি গাড়িতে বসে থাকবে,' কিশোর বলল। 'আমি আর মুসা ঢুকব ভেতরে। আমাদের ফিরতে দেরি হলে বুঝবে বিপদে পড়েছি আমরা।'

ধীর পায়ে নেমে সদর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল মুসা আর কিশোর। ডোরবেল বাজাল কিশোর। কিছুক্ষণ পর দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল এক লোক। দেখলেই বোঝা যায় কোরিয়ান। শী, ধারণা করল দুই গোয়েন্দা।

আরেকটু খুলে গেল দরজা। শীর পাশে এক মহিলাকে দেখতে পেল কিশোর ও মুসা। তার স্ত্রী হবে হয়তো।

'গুড ইভিনিং,' হেসে বলল কিশোর। 'আমরা কিমের বন্ধু। ভেতরে আসতে পারি? কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। প্রথমেই বিশাল এক হল। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। ভেতরে ঢোকা দরকার। চিন্তা চলছে মাথায়।

মুসা বলল, 'আপনারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসছেন না?'

'অবশ্যই!' জবাব দিল শী।

ওদের দেখে যে খুব একটা খুশি হয়নি সে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না

কিশোরের। দ্রুত রুমের চারদিকে নজর বোলাতে লাগল ও। কেন যেন কিশোরের মন বলছে সেন্ট্রাল হলের শেষ মাথায় যে রুমটা আছে, ওটায় যেতে পারলে...ভাবনাটা শেষ করতে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে ওই রুমেরই দেয়ালে টাঙানো দারুণ একটা ছবি দেখতে পেয়েছে ও। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি খেলে গেছে মাথায়।

'দারুণ ছবি তো!' বলেই সেদিকে ছুটল কিশোর। ঘরের দেয়ালে, ফায়ারপ্লেসের ওপর একটা ওরিয়েন্টাল ল্যান্ডস্কেপ ঝুলছে। মুগ্ধ চোখে ওটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর।

ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, শী আর তার স্ত্রী। দুই গোয়েন্দাকে বাধা দেয়ার সুযোগই পায়নি তারা। দু'জনই উদ্বিগ্ন।

ছবিটা আসলেই মুগ্ধ করার মত। এবং কিশোর, মুসা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

একটু পর ঘোর কাটতে রুমের চারদিকে নজর বোলাতে গিয়েই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল কিশোর।

রুমের এক কোনায় স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে টকটকে লাল ফিনিক্সটা।

দুই গোয়েন্দা একযোগে ছুটল ওটার দিকে।

'ওয়াও! কি অদ্ভুত!' অবাক হওয়ার ভান করে কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে ফিনিক্স, তাইনা?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শী'র দিকে।

'আমারও তাই মনে হয়,' রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ পেল শী'র কণ্ঠে।

দেয়াল থেকে একটু দূরে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডটা। ওটাকে ঘিরে হাঁটতে লাগল কিশোর। একসময় থেমে দাঁড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল ওটার কাছে। হাত বাড়িয়ে দিল। স্ট্যান্ডটার খোদাইকর্ম ছুঁয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা ফাটল মত দেখতে পেল কিশোর ওটার পেছন দিকে।

বাধা দেয়ার সময় পেল না কিংকর্তব্যবিমূঢ় শী।

তার আগেই কিশোর ওটায় চাপ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা শব্দ তুলে পাশে রাখা একটা কেবিনেটের দরজা খুলে গেল। কিশোরের বুঝতে বাকি রইল না বিশেষ এক কৌশলে তৈরি করা হয়েছে এই লক। কেবিনেটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ঝলমলে একটা জিনিস।

মিসেস ফিয়োনা জনসনের মুকুট!

তারপর?

মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল কিশোর আর মুসার নাকে। আচমকাই তন্দ্রা এসে গেল ওদের। লুটিয়ে পড়ল।

আঠারো

প্রায় একই সঙ্গে জ্ঞান ফিরল কিশোর আর মুসার। ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর। রবিন দাঁড়িয়ে আছে ওদের পাশে। চারদিকে নজর বুলিয়ে কিশোর

বুঝতে পারল এটা শী'রই কোন রুম হবে। চার দেয়ালেই টাঙানো আছে নানা শিল্পকর্ম।

এর মধ্যে মুসাও উঠে বসেছে, তবে মাথা এখনও ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে ওর।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কখন?' রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর। 'শী কোথায়?'

পাশের কাউচে বসে পড়ল রবিন। 'গাড়ির ভেতরে বসে থাকতে থাকতে,' শুরু করল ও, 'একসময় অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম বিপদে পড়েছ তোমরা। গাড়ি থেকে নেমে পায়চারি শুরু করলাম। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই সময় দু'জন পুলিশকে যেতে দেখে দৌড়ে রাস্তার পাশে চলে যাই। হাতের ইশারায় তাদেরকে থামাই। তোমাদের কথা বলি। একটা রহস্যের সমাধান করতে ভেতরে ঢুকেছ তোমরা। বিপদ হতে পারে। তারা প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তবে একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারল না। ইতস্তত করতে করতে তারা এগোল সামনে। আমিও এগোলাম।

'জানালায় এসে দাঁড়াতেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে পেলাম আমরা। বিস্মিত হয়ে দেখলাম তোমরা দু'জন একযোগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছ। ওদিকে শী লিজ দৌড়ে কেবিনেটের কাছে চলে গেল। দ্রুত হাতে বের করে নিয়ে এল মিসেস ফিয়োনার মুকুট।

'এতক্ষণে হুঁশ হয়েছে দুই পুলিশের। "মনে হচ্ছে পালাবে ওরা এখন," বলল ওদের একজন। "আমি ব্যাকডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকছি, তুমি ছেলেটাকে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়াও," অন্য পুলিশের উদ্দেশে বলেই সে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল।

'তারপর যা হবার তাই হলো। ব্যাকডোর দিয়ে পালানোর সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল শী লিজ আর তার স্ত্রী। এরমধ্যে আরও একগাড়ি পুলিশ এসে হাজির হলো।

'হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেল তারা শী লিজকে। যাওয়ার আগে সে তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে জানিয়েছে হংকং-এর অকশন থেকে মুকুটটা কিনতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই জিঙ ওটা হাতানোর তালে ছিল। ভাগ্যক্রমে মিসেস ফিয়োনা জনসন যেখানে থাকেন, সেই নিউপোর্ট বীচেই তার বাড়ি। তাই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার অনেক সময় পেল সে। পরিকল্পনা করতে লাগল। মিসেস ফিয়োনা কয়েকদিনের জন্যে শহরের বাইরে গেলে সুযোগটা কাজে লাগাল সে। মুকুটটা চুরি করার পরপরই সে সীগালের এক পোর্টারের কাছ থেকে আমাদের কথা জানতে পারল। আমরা গোয়েন্দা শুনে ভড়কে গেল সে। একদিনের মধ্যেই তৈরি করিয়ে নিল প্রায় হুবহু আরেকটা ডামি। মিসেস ফিয়োনা ফিরে আসার আগেই ওটা রেখে এল তাঁর কেবিনেটে যাতে কেউ ধরতে না পারে ওটা চুরি গেছে। তারপরও সন্তুষ্ট হতে পারল না সে। বিষ লাগিয়ে এল নকল মুকুটে। এখানে একটু ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাকে। কারণ মুকুটের বিষ আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই যদি ওটা কিমের মাথায় পরিয়ে দেয়া হত, তাহলে কি ঘটত তা সবার জানা। কিন্তু জিঙ নিশ্চিত ছিল তার আগেই আমরা বিষাক্রান্ত হয়ে মারা পড়ব।

'জিঙের দেশী বন্ধু শী লিজ প্রথম থেকেই চাইছিল স্টেলা গর্ডন নয়, জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার শিরোপা জিতুক কিম ইঙ চাক। আর তাই সে তার ঘনিষ্ঠ দেশী বন্ধু ইয়াঙ জিঙকে অনুরোধ করে স্টেলা যাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে। পরে তাই করেছিল জিঙ। কিন্তু মুকুটে বিষ মাখিয়ে সে খানিকটা চিন্তায় ছিল—যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় কিমের…!' থামল রবিন।

'ক্যাপ্টেনটা কে জানা গেছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'প্রাক্তন এক কুঁজো নাবিক। টাকার বিনিময়ে সে সব করতে পারে। ইয়াঙ জিঙ ভাড়া করেছিল তাকে। কিন্তু লোকটা জিঙের অনলিস্টেড ফোন নম্বর ভুলে যায়। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'আমাদের গাড়ি চুরি করেছিল কে?' মুসা জানতে চাইল।

'সীগালের নতুন সেই পোর্টার। লোকটাকে নিজেদের ইনফর্মার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে জিঙ কায়দা করে পোর্টারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। ব্যাটা নাকি জেল পলাতক আসামী। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসেছে।'

এরমধ্যে ঘরে এসে ঢুকল বিশাল এক দল। রিয়া, রিক, স্টেলা, সুইঙ, মিসেস ম্যাডোনা, ফিয়োনা জনসন এবং একদল প্রতিযোগী।

'শাবাশ তিন গোয়েন্দা!' ঢুকেই বলে উঠল রিয়া। 'এমন জটিল এক রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়েছে শুধু তোমাদের জন্যে।'

'কোথায় হলো?' হাসল কিশোর স্টেলা গর্ডনের দিকে তাকিয়ে। 'আসল রহস্যের সমাধান তো এখনও হয়নি।'

হ্যাঁ, সব রহস্যের সমাধান হবে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার পর।

***